আধুনিক যুগ-০৬

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পৈতৃক নিবাস **নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রাম**।

ডাকনাম: **বাচ্চু**

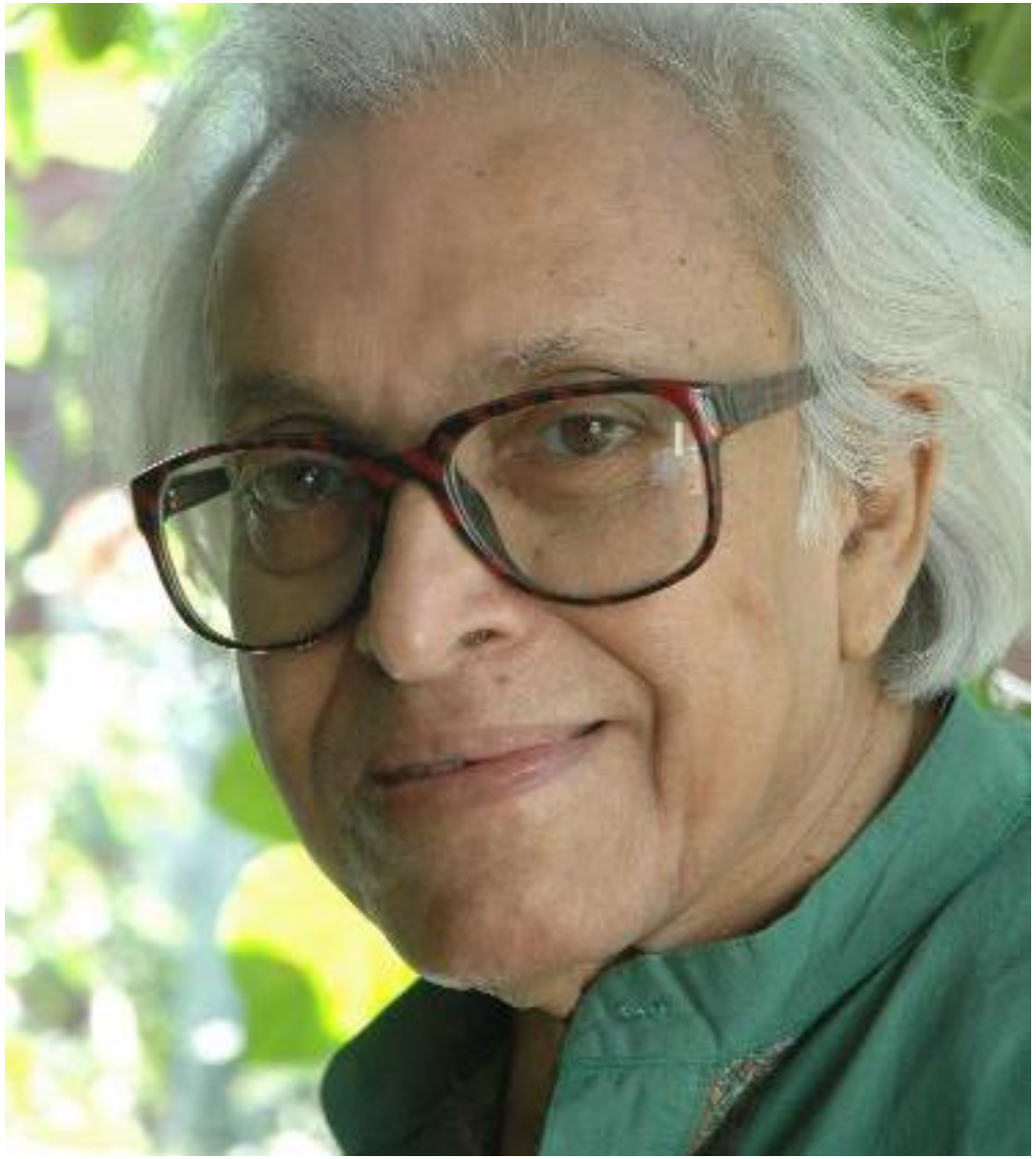

তিনি রোমান্টিকতার সাথে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারায় জন্ম দিয়েছেন।

নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তিনি নাগরিক কবি হিসেবে খ্যাত

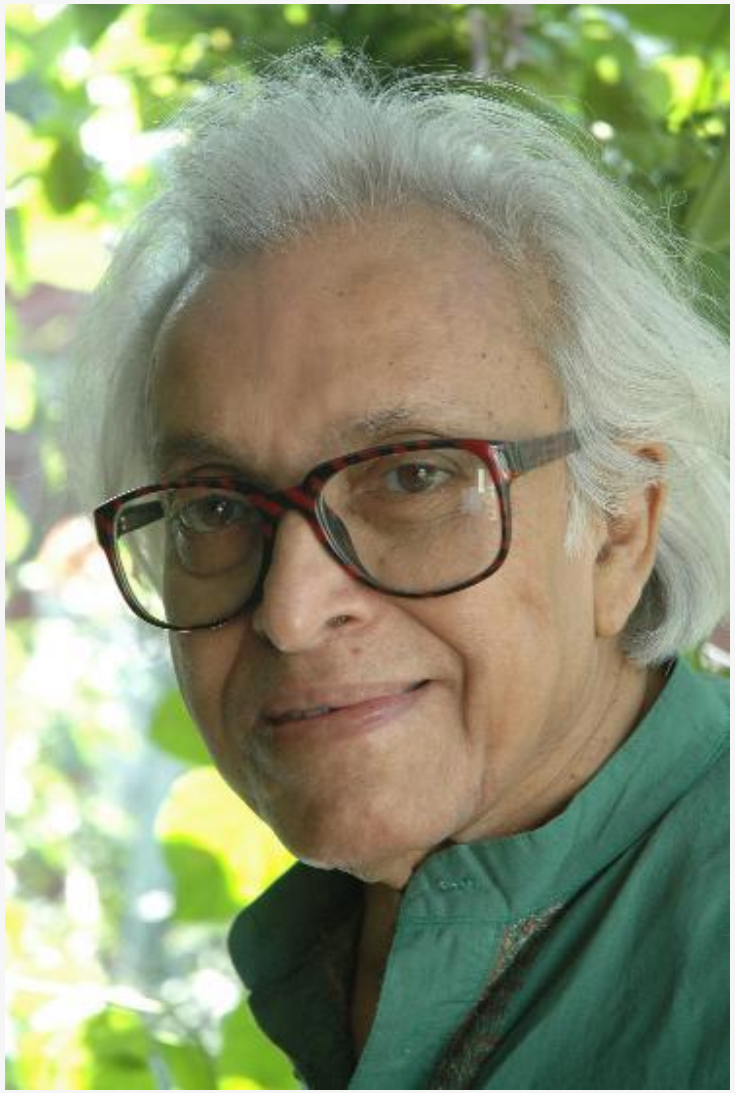

শামসুর রাহমানের ছদ্মনাম

মৈনাক

সিন্দাবাদ

চক্ষুষ্মান

লিপিকার

নেপথ্যে

জনান্তিকে

এসব ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতেন।

মজলুম আদিব

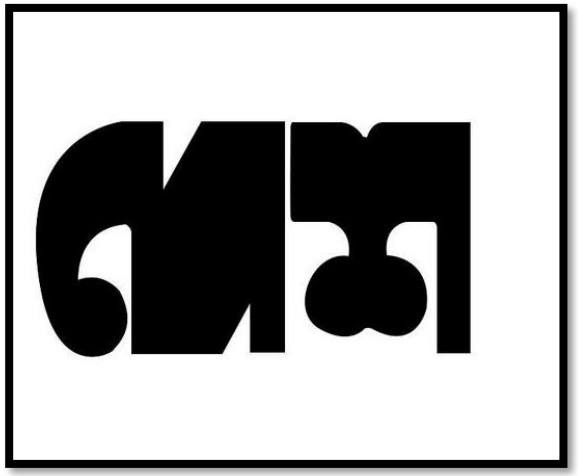

- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার দেশ পত্রিকায় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) ছদ্মনামে লিখতেন।

কাব্যগ্রন্থ

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
বন্দী শিবির থেকে
বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ
রৌদ্র করোটিতে
বিধ্বস্ত নিলীমা
নিরালোকে দিব্যরথ
নিজ বাসভূমে
দুঃসময়ে মুখোমুখি
প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়
প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে
ইকারুসের আকাশ
ফিরিয়ে নাও ঘাতককাঁটা

বন্দী শিবির থেকে

- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে **‘মজলুম আদিব’** ছদ্মনামে **‘বন্দী শিবির থেকে’** কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তার খ্যাতি ও পরিচিতি একাব্যের মাধ্যমে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।
- এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা **মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ** সময়ে রচিত।
- এর প্রতিটি কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।
- **এ কাব্যটি ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়।**
- এ গ্রন্থের ৩৮টি কবিতার মধ্যে
  উল্লেখযোগ্য হলো: ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’, ‘স্বাধীনতা তুমি’ ইত্যাদি।

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'

- ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপথগামী কিছু সৈনিকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলে শামসুর রাহমান অত্যন্ত ব্যথিত হন।
- বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যাশায় দেশিয় রূপকথা ও পুরাণকাহিনীর মিথের সংমিশ্রণে এবং চিত্রকল্পের ঔজ্জ্বল্যে তিনি রচনা করেন এ কাব্যের কবিতাগুলো।

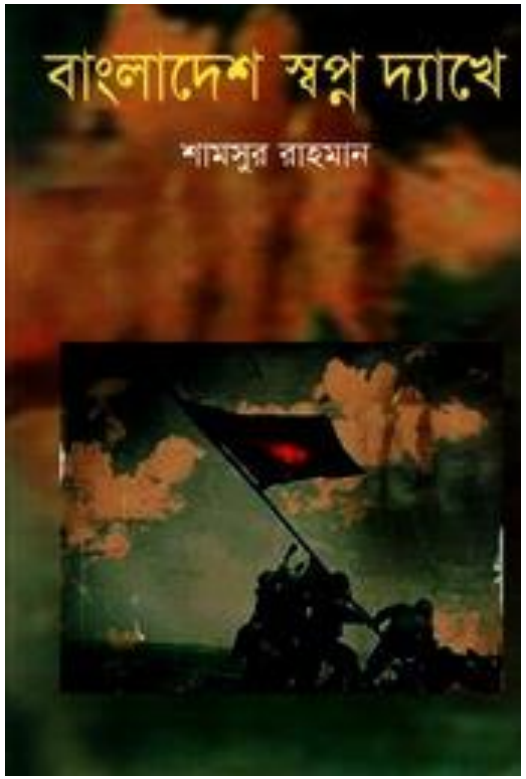

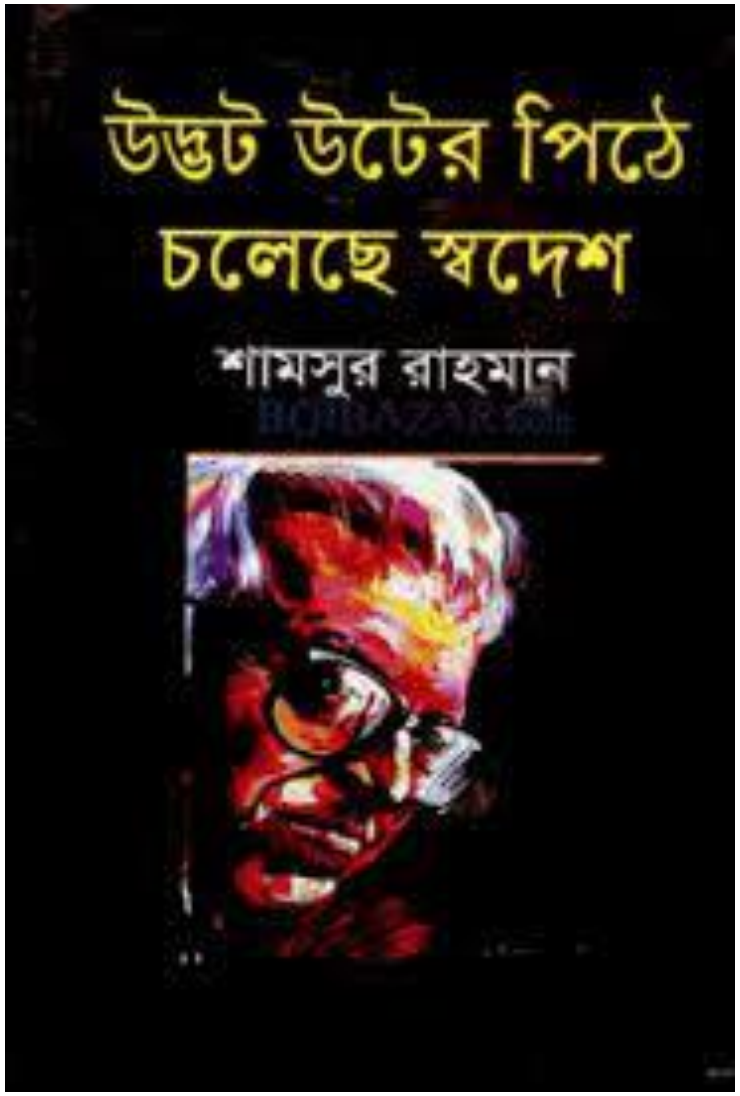

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

১৯৭৫-৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক **সামরিক অভ্যুত্থান** এবং সামরিক শাসনে দেশ ও জনগণের চরম অবস্থার প্রতিফলন আছে এ কাব্যে।

বিখ্যাত কবিতা

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

আসাদের শার্ট

স্বাধীনতা তুমি ও তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

প্রথম কাব্য/কবিতা

- ১৮ বছর বয়সে শামসুর রাহমান প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতা **‘উনিশ শ উনপঞ্চাশ’** প্রকাশিত হয়।
- ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’** প্রকাশিত হয়।

- **‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’:** ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন। এ ঘটনার ফলে শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

- **‘আসাদের শার্ট’:** ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে লাঠিতে শহিদ আসাদের শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে আলোড়িত শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

- **হাতির শুঁড়:** স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে ১৯৫৮ সালে তিনি লেখেন ‘হাতির শুঁড়’ নামক কবিতা।

টেলেমেকাস

- বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখেন অসাধারণ কবিতা 'টেলেমেকাস'।

উপন্যাস

- অক্টোপাস
- অ্দভুত আঁধার এক
- নিয়ত মন্তাজ
- এলো সে অবেলায়

অদ্ভুত আঁধার এক

- শামসুর রাহমানের আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস। জীবনানন্দ দাশের অদ্ভুত আঁধার এক কবিতার শিরোনাম উপন্যাসের নামকরণ করেছেন শামসুর রাহমান।

- **এ উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।** এ উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সাংবাদিক নাদিম ইউসুফকে ঘিরে। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে যখন ঢাকা আক্রান্ত নাদিম তখন তার স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে নিজ গ্রামে আসেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে কাজ করা নাদিম গ্রামে আসার পর পড়ে যায় দোটানায়। নাদিম কি ঢাকায় ফিরে গিয়ে আবার সেই পাকিস্তানি সংবাদপত্রে যোগদান করবে ? নাকি বোনের কথা মত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেইনিং এ ভারতে গমন করবে? একদিকে পরিবারের ভাত কাপড়ের যোগানের দায় অন্যদিকে দেশকে শত্রুমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা।

আত্মস্মৃতি

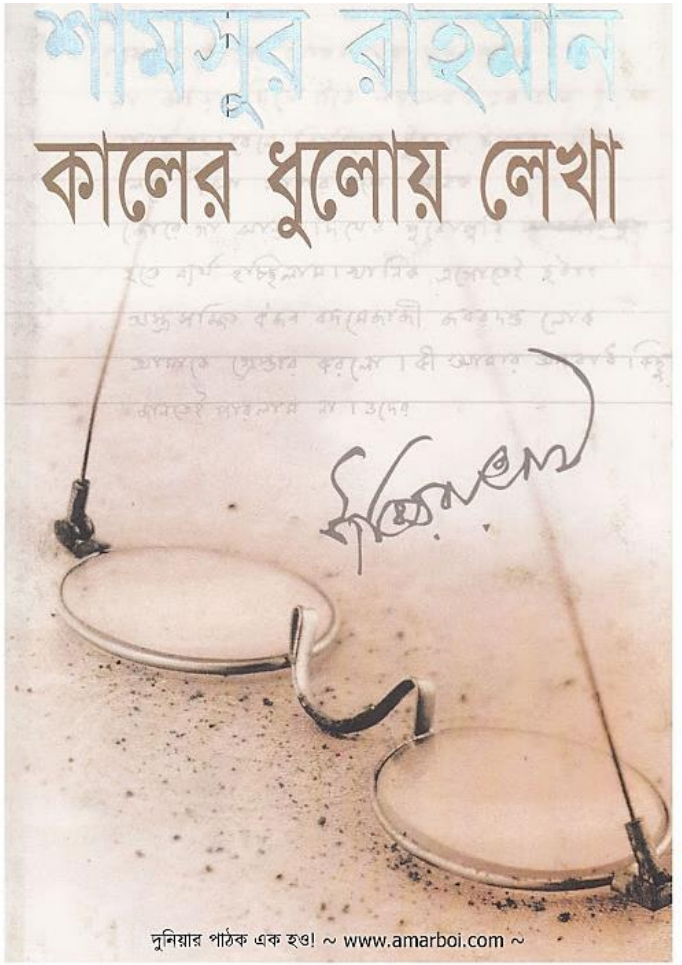

- স্মৃতির শহর
- কালের ধুলোয় লেখা

আত্মস্মৃতি

- **স্মৃতির শহর**

- কবি শামসুর রাহমান জন্মেছিলেন **ঢাকা শহরে** (জন্ম: ২৩ অক্টোবর ১৯২৯, মৃত্যু: ১৭ আগস্ট ২০০৬)। ঢাকা তখন ছিল ফাঁকা ফাঁকা। মানুষের এমন দমবন্ধ অবস্থার কথা তখন কল্পনাও করা যেত না। এত দালানকোঠা আর পিঁপড়ের সারির মতো গাড়ি ছিল না। ছিল পাড়ায় পাড়ায় আস্তাবল, ঘোড়ার গাড়ি, গাড়োয়ান, বাতিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, ফেরিওয়ালা। গলির ভেতরে ছোটবড় বাড়িতে ছিল মানুষের বাস। স্কুল ছিল, মসজিদ-মন্দির ছিল আর ছিল পালা-পার্বণে নানা আনন্দ-উৎসব। **এসবের ভেতর দিয়ে শৈশব-কৈশোরে বেড়ে উঠেছেন কবি। সেই সব দিনের আনন্দ-বেদনার স্মৃতিকথা লিখেছেন সরল-সুন্দর গদ্যে।**

- **কালের ধূলোয় লেখা**

- ‘কালের ধুলোয় লেখা’ তাঁর আত্মজীবনীতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি শুধু নয়, বৈশ্বিক পটভূমিতে কাছ থেকে দেখা বাঙালির গণ-সংস্কৃতির ইতিহাস যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রতিভাত হয়েছে তার কাব্যসত্তার ভেতর-বাহির। **জীবনে ঘটেছে এমন কোনো ঘটনাকে লুকোতে চান নি। মুখোমুখি হয়েছেন বার বার।**

সম্পাদিত পত্রিকা

- দৈনিক বাংলা
- সাপ্তাহিক বিচিত্রা

দৈনিক পাকিস্তান বাংলা

Regd. No. DA 48 ... Monday, December 10, 1971 ...

হানাদারবাহিনীর সহযোগীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে

জাতিগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করুন: আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আহ্বান

শেখ মুজিবকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ

তাজা চৌধুরী ঢাকা ফিরেছেন

সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার: সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা

প্রশাসন কাঠামো ঢেলে সাজানো হবে

লাশের স্তূপে যে প্রিয়জনদের খুঁজে ফিরছি—

মালিক ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত

বঙ্গবন্ধু নিশ্চয় বাংলাদেশে ফিরে আসবেন

বেগম মুজিবের কাছে জেঃ অরোরার আশ্বাস

আজ থেকে কতিপয় সেকশনে ট্রেন চলবে

ঢাকা শহরে বাস চালু করার নির্দেশ

কয়েকটি জরুরী ঘোষণা

১৮টি জেলায় নয়া ডেপুটি কমিশনার

আজ ইয়াহিয়া পদত্যাগ করবেন

আসগর ইয়াহিয়ার বিচার দাবী করেছেন

ছাত্র লীগ ও মুজিব বাহিনী সদস্যদের সমাবেশে সংকল্প ঘোষণা

শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখা হবে

ভারতীয় বাহিনী শীঘ্রই বাংলাদেশ ত্যাগ করবে

মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য নেবো না: তাজউদ্দীন

হাসান আজিজুল হক

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ – ১৫ নভেম্বর ২০২১

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় অত্যন্ত শক্তিমান লেখক। **তাকে ছোটগল্পের বড়পুত্র বলা হয়।**

হাসান আজিজুল হক (গল্পগ্রন্থ)

সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪)

আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭)

জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩)

নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫)

পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১)

নির্বাচিত গল্প (১৯৮৭)

আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮)

রাঢ়বঙ্গের গল্প (১৯৯১)

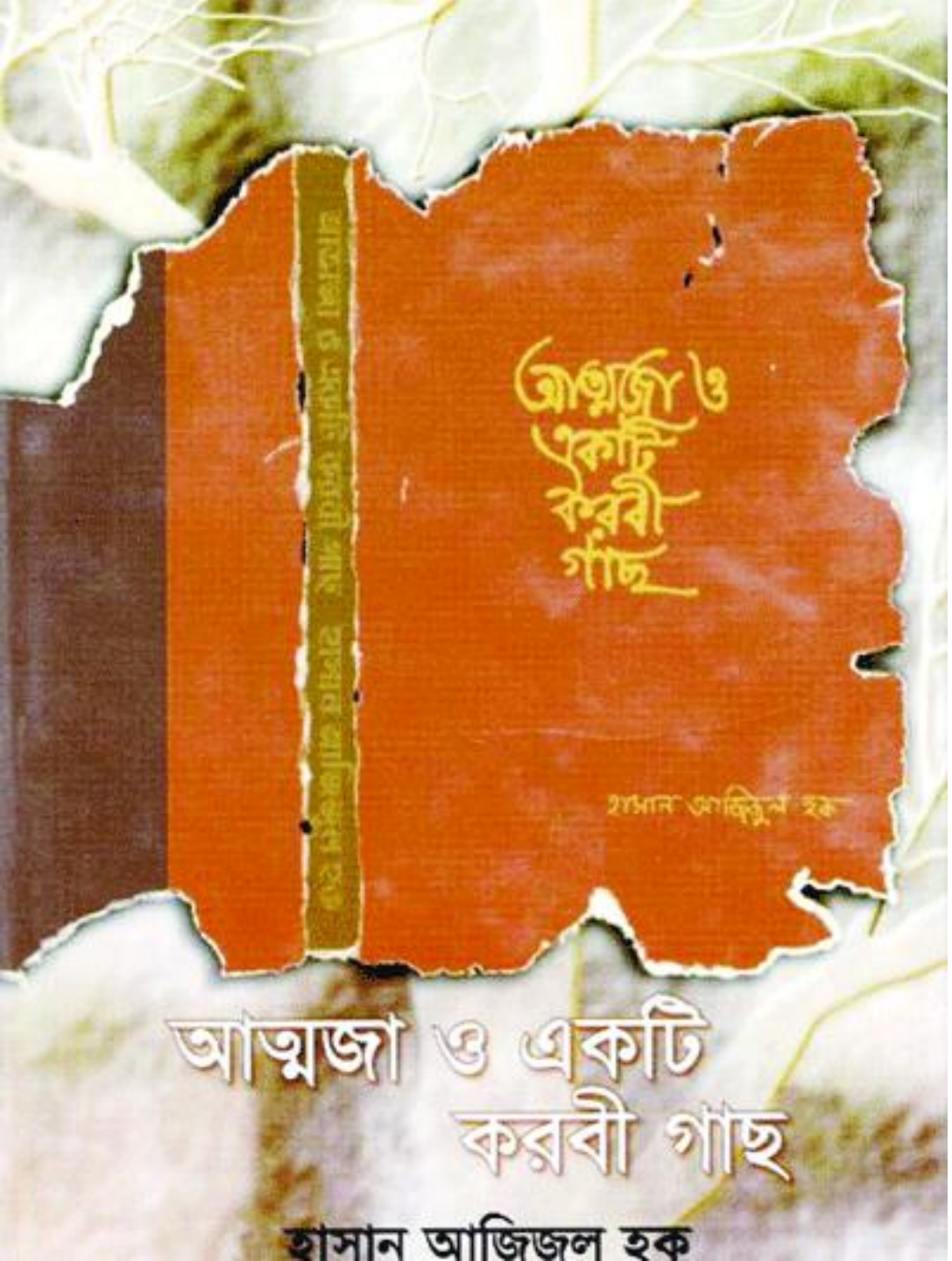

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

- দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক স্খলন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট চরম হতাশা ও দারিদ্র্য, উত্তেজক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় **'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'** গল্পগ্রন্থ।

নামহীন গোত্রহীন

এ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।

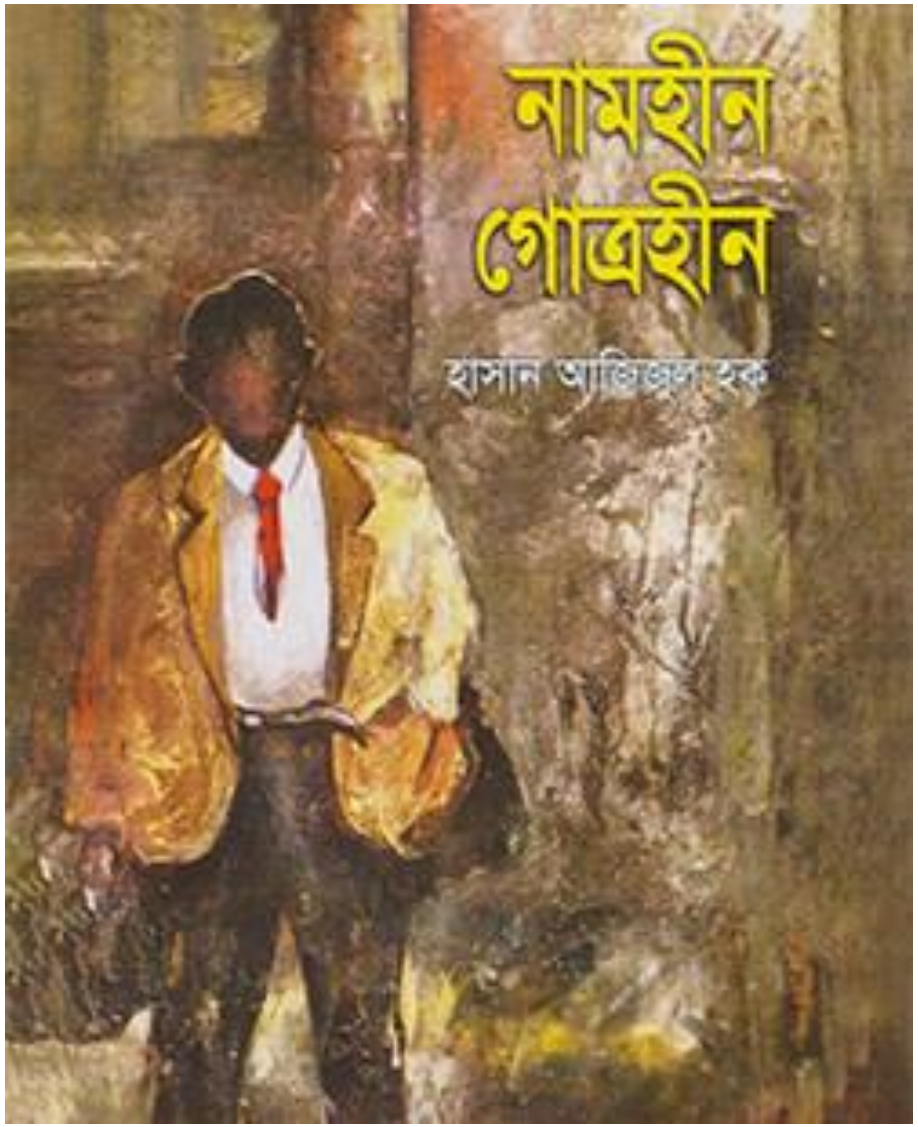

উপন্যাস

- আগুনপাখি (২০০৬)
- সাবিত্রী উপাখ্যান
- শামুক (প্রথম উপন্যাস)

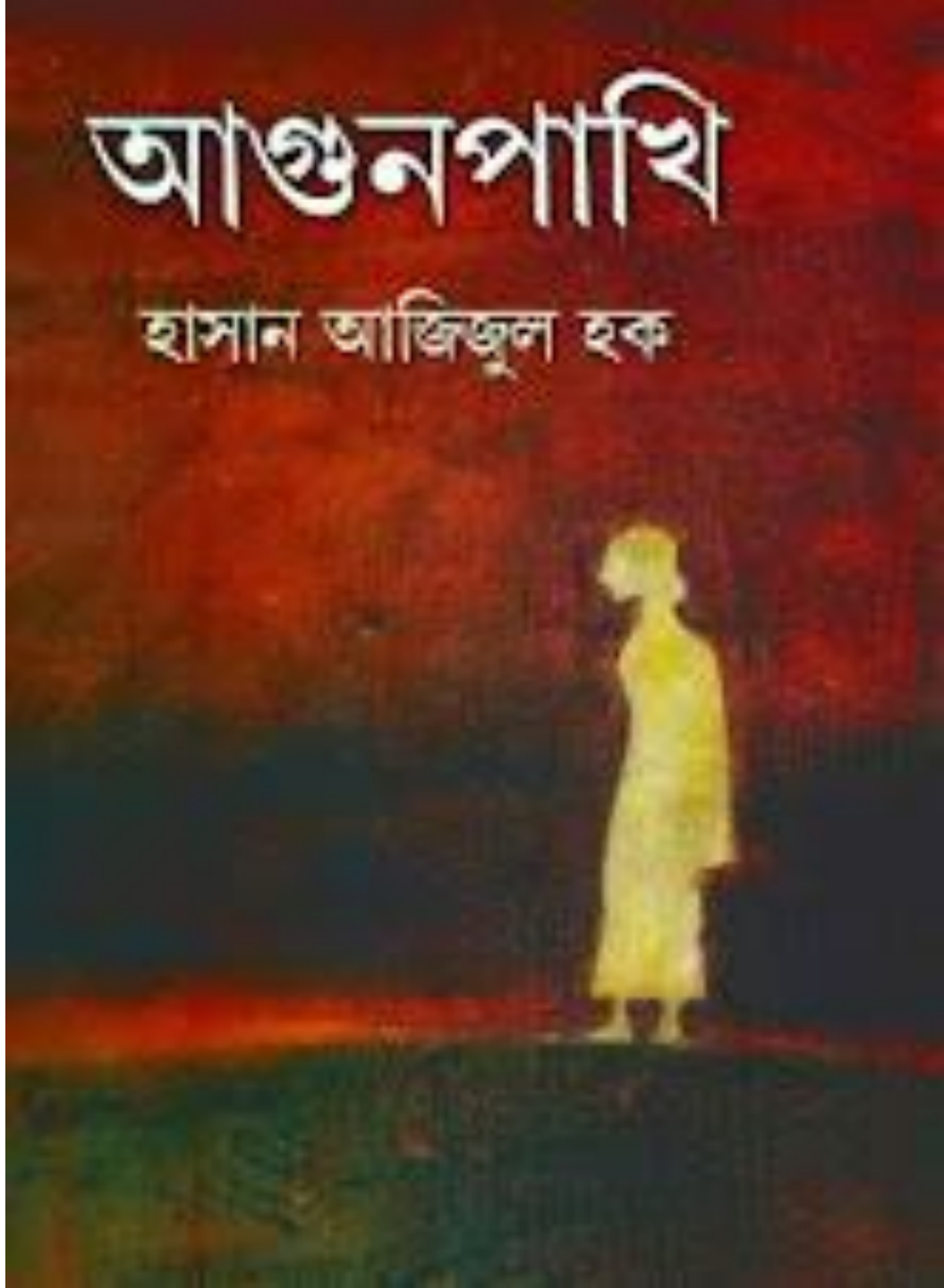

আগুনপাখি

- রাঢ়বঙ্গের এক নারীর জবানিতে লেখক তুলে ধরেছেন সাতচল্লিশ-পূর্ব অখণ্ড ভারতের উত্থান-পতন, রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশ গঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের কথা।

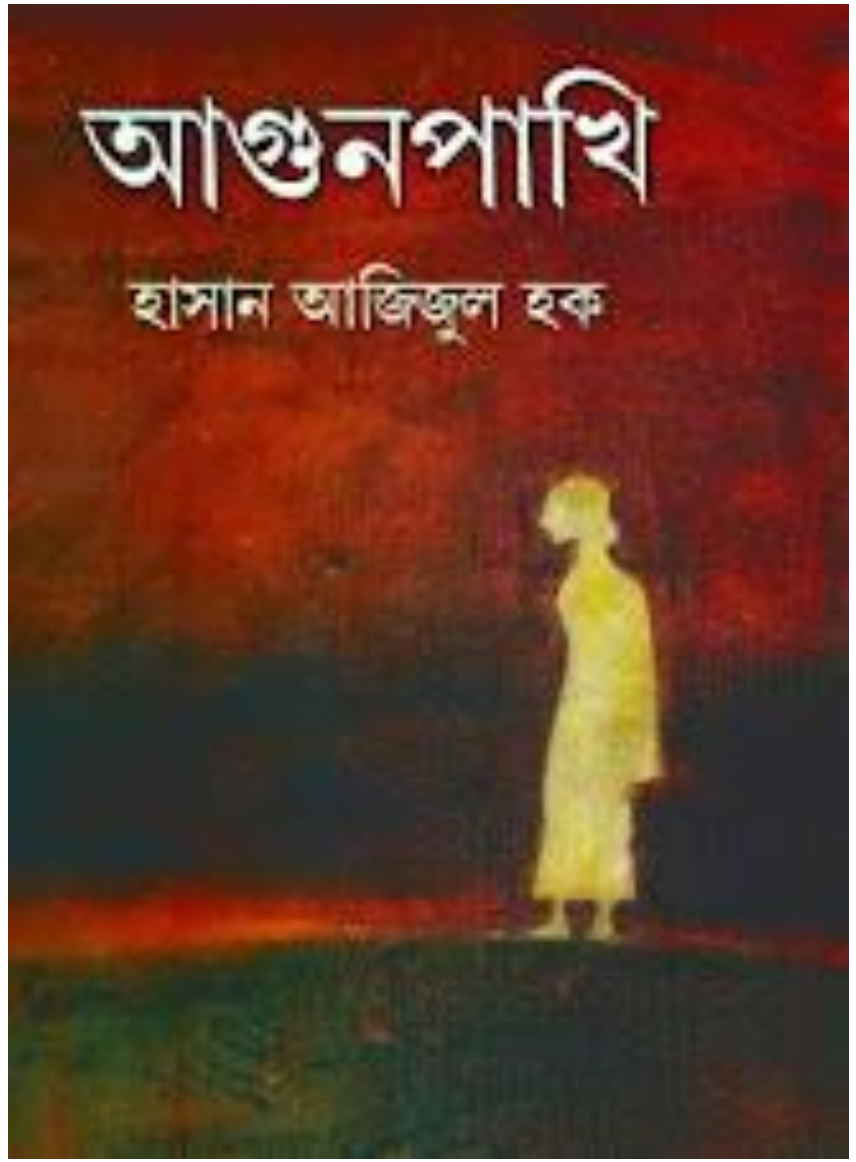

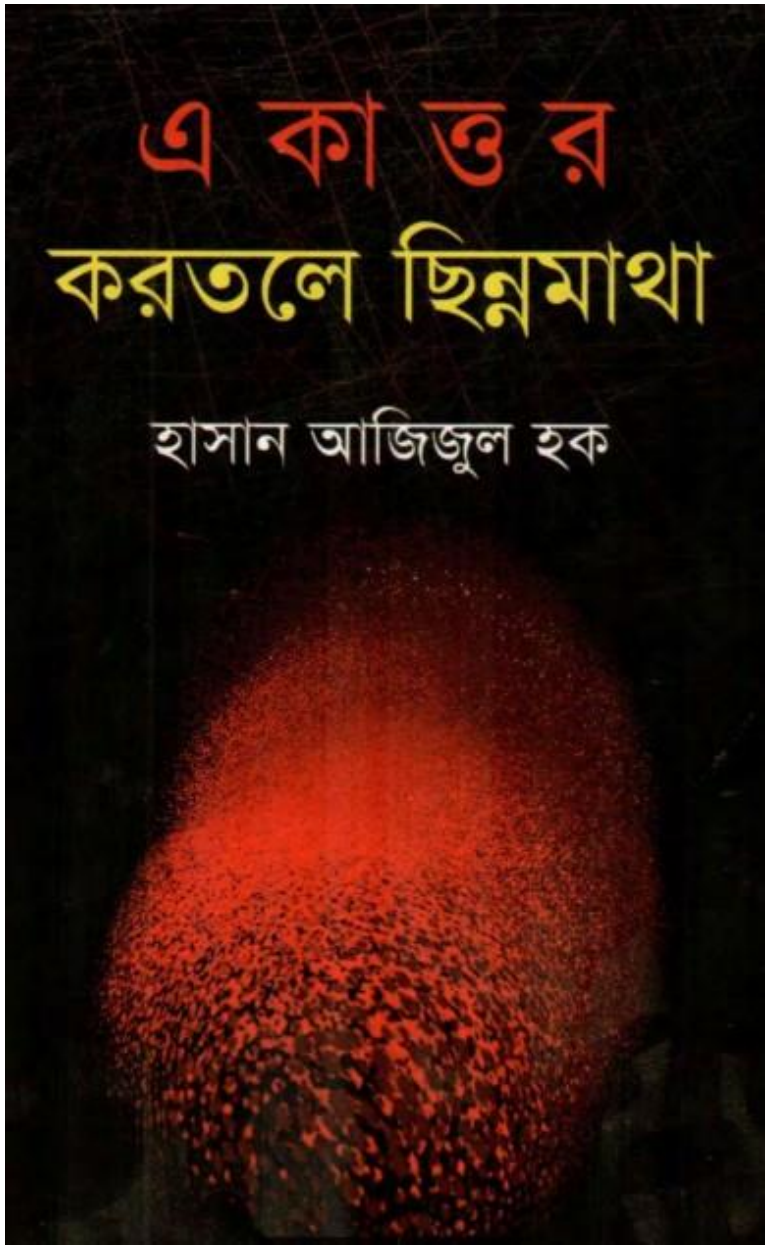

- **প্রবন্ধ:** একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা (২০০৫)
- নাটক: চন্দর কোথায়

আহসান হাবীব

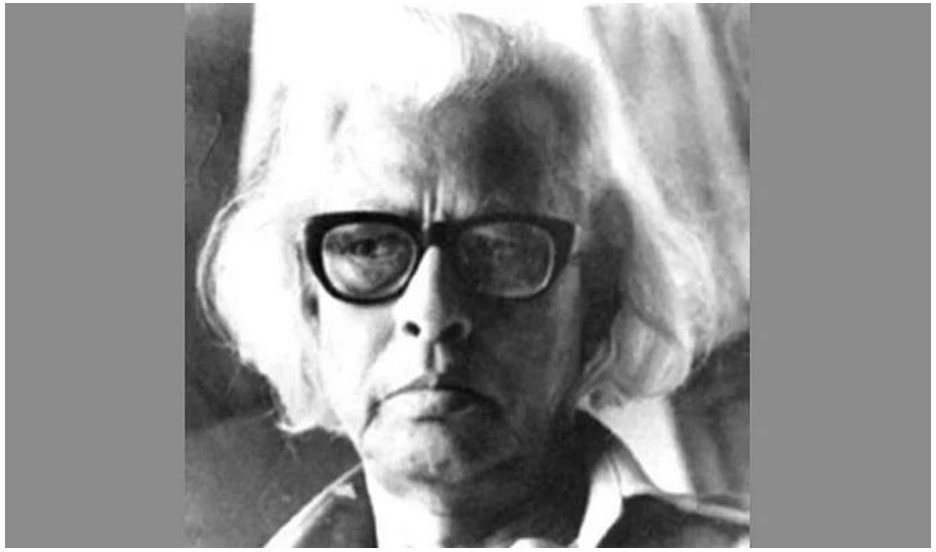

কবি ও সাংবাদিক।

১৯১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে তাঁর জন্ম।

মধ্যবিত্তের সংকট ও জীবনযন্ত্রণা আহসান হাবীবের কবিতার মুখ্য বিষয়।

কাব্যগ্রন্থ

- রাত্রিশেষ (১ম)
- ছায়াহরিণ
- সারা দুপুর (এটি আহসান হাবীবের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)
- আশায় বসতি
- মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
- দু'হাতে দুই আদিম পাথর
- বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

উপন্যাস

- রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)
- আরণ্য নীলিমা (১৯৬২)
- জাফরানী রং পায়রা

নির্মলেন্দু গুণ

১৯৪৫ সালে কাশবন,

নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করে।

নির্মলেন্দু গুণ

- বাংলাদেশের কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ ২১ জুন, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে **নেত্রকোনা** জেলার বারহাট্টা উপজেলার কাশবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- নিজ গ্রাম কাশবনে ‘ কাশবন বিদ্যানিকেতন” নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
- নারীপ্রেম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, শ্রেণি-সংগ্রাম, স্বৈরাচার বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয় তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু।

কবিদের কবি

- কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কবিতা রচনা শুরু করেন। পরের দশকেই তাঁর কবিতা এতটাই প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠে যে, **তরুণরা তাঁর কবিতা পড়েই কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। বাংলাদেশে আর কোনো কবি অনুজ কবিদের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।** সত্তর দশকের অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি নির্মলেন্দু গুণ এর প্রভাবেই কবি হয়েছেন। **তাই তাঁকে কবিদের কবি বলা হয়।**

কাব্যগ্রন্থ

- মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা
- প্রেমাংশুর রক্ত চাই
- না প্রেমিক না বিপ্লবী
- কবিতা, অমিমাংসিত রমণী
- বাংলার মাটি বাংলার জল
- চাষাভুষার কাব্য
- দুঃখ করো না, বাঁচো
- শিয়রে বাংলাদেশ
- আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি

কাব্যগ্রন্থ

মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা

প্রেমাংশুর রক্ত চাই (প্রথম প্রকাশিত)

না প্রেমিক না বিপ্লবী

উল্লেখযোগ্য কবিতা

(১) স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

(২) স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর

(৩) হুলিয়া

(৪) ডিসেম্বর ১৯৮১

(৫) মানুষ

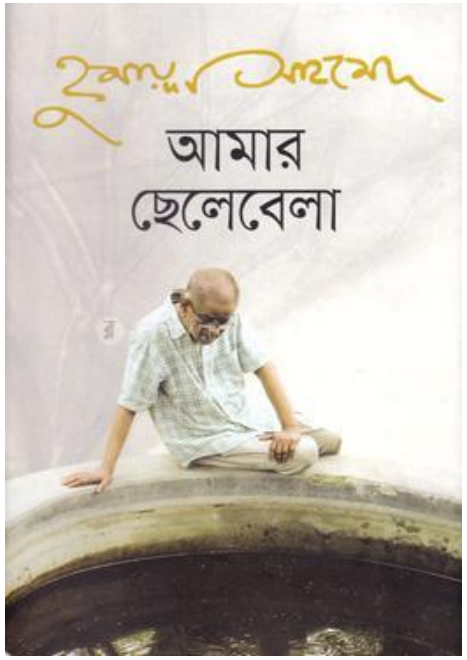

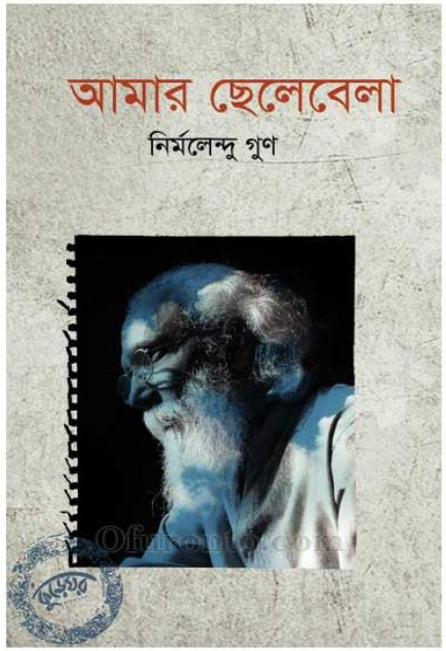

আত্মজীবনী ও স্মৃতি কথা

নির্মলেন্দু গুণ

১) আমার ছেলেবেলা

২) আমার কণ্ঠস্বর

৩) আত্মকথা ১৯৭১

৪) রক্তঝরা নভেম্বর

নির্মলেন্দু গুণ পঙক্তি

- যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা
- “কিছুই সহজ নহে, বেদনা সহজ নহে,
  বিরহ সহজ নহে, মিলন সহজ নহে।
  কী তবে সহজ?
  কিছুই সহজ নহে যদি, নদী কি সহজ?
  নাকি সহজ কঠিন? সহজ কঠিন ভেবে
  কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।”
- হাত বাড়িয়ে ছুঁইনা তোকে, মন বাড়িয়ে ছুঁই, দুইকে আমি এক করিনা, এক কে করি দুই!
- যা পেতে ইচ্ছে করে আমি তাকেই বলি সুন্দর ।
- **সমবেত সকলের মত আমি গোলাপ ফুল ভালোবাসি, রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।**

প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও অন্যান্য

আহমদ ছফা

হুমায়ুন আজাদ

আহমদ শরীফ

বদরুদ্দীন ওমর

আবদুল্লাহ আল মামুন

জাহানারা ইমাম

শাহরিয়ার কবির

নির্মলেন্দু গুণ

হুমায়ুন আজাদ

- হুমায়ুন আজাদ ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম হুমায়ুন কবির।
- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সালে নাম পরিবর্তন করে হুমায়ুন আজাদ নাম গ্রহণ করেন।

P2A

হুমায়ুন আজাদ

তিনি আমৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন।

তিনি ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৮৬), ‘একুশে পদক' (২০১২, মরণোত্তর) লাভ করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলা থেকে ফেরার পথে ঘাতকদের হামলার শিকার হন।

সুস্থ হয়ে ৭ আগস্ট, ২০০৪ সালে বিখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণা বৃত্তি নিয়ে জার্মানী গমন করেন।

তিনি ১১ আগস্ট, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির মিউনিখে মৃত্যুবরণ করেন। ১২ আগস্ট তার রুম থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

P2A

জীবদ্দশায় হুমায়ুন আজাদের সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়

- অলৌকিক ইস্টিমার
- জ্বলো চিতাবাঘ
- সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে
- যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল
- আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে
- কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু
- পেরোনোর কিছু নেই

কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্য

- তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম অলৌকিক ইস্টিমার যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে। কাব্যগ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন ১৯৬৮-১৯৭২ সালে তার **নিজেরই কাটানো রাত-দিনগুলোর উদ্দেশ্যে।**
- তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ জ্বলো চিতাবাঘ প্রথম প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৮০ সালে।
- ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাব্যগ্রন্থটি তিনি সমসাময়িক দুই বাংলাদেশী লেখক হুমায়ূন আহমেদ এবং ইমদাদুল হক মিলনকে উৎসর্গ করেছেন। প্রত্যুত্তরে ইমদাদুল হক মিলন তার **বনমানুষ উপন্যাসটি** হুমায়ুন আজাদকে উৎসর্গ করেন।
- ১৯৮৭ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় তার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল।
- তার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে।
- এর আট বছর পর ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় তার ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু। কাব্যগ্রন্থটি আজাদ তার 'প্রিয় মৃতদের জন্য' উৎসর্গ করেন।
- সপ্তম এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ পেরোনোর কিছু নেই প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সালে।

P2A

হুমায়ুন আজাদের উপন্যাস

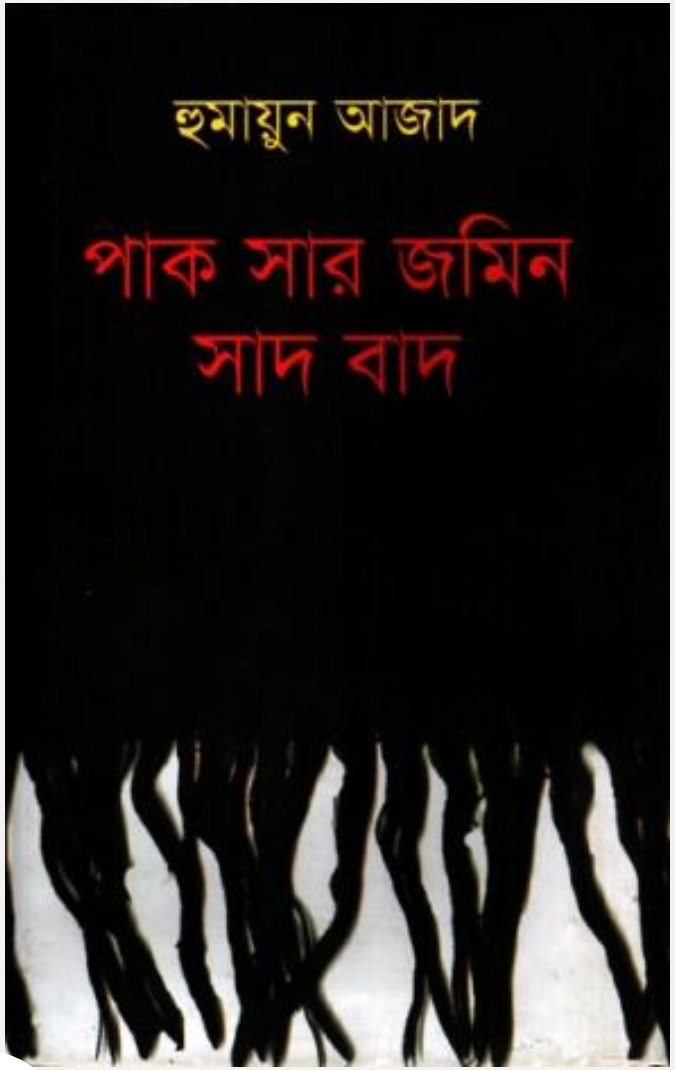

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪)।

সব কিছু ভেঙে পড়ে (১৯৯৫)

মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ (১৯৯৬)

যাদুকরের মৃত্যু (১৯৯৬)

শুভব্রত তার সম্পর্কিত সুসমাচার (১৯৯৮)

রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮)

কবি অথবা দণ্ডিত পুরুষ (২০০০)

নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু (২০০০)

ফালি ফালি করে কাটা চাঁদ (২০০১)

শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা (২০০২)

একটি খুনের স্বপ্ন (২০০৩)

পাক সার জমিন সাদ বাদ (২০০৪)।

P2A

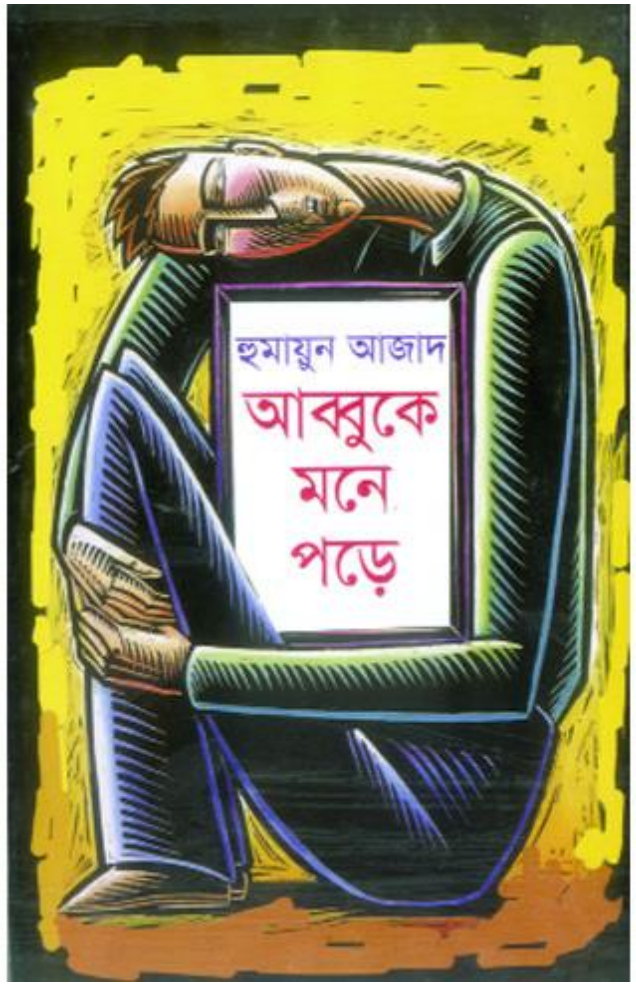

আব্বুকে মনে পড়ে

- এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ১৯৭১ সালের চার বছরের এক শিশু। যার মানসপটে বার বার ভেসে ওঠে যুদ্ধ করতে যাওয়া তার বাবার স্মৃতি।

P2A

হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধ

- শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গশেরপা (১৯৮৩)
- শিল্পকলার বিমানবিকীরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৮)
- নারী (১৯৯২)
- আমার অবিশ্বাস (১৯৯৭)
- দ্বিতীয় লিঙ্গ (১৯৯৯)

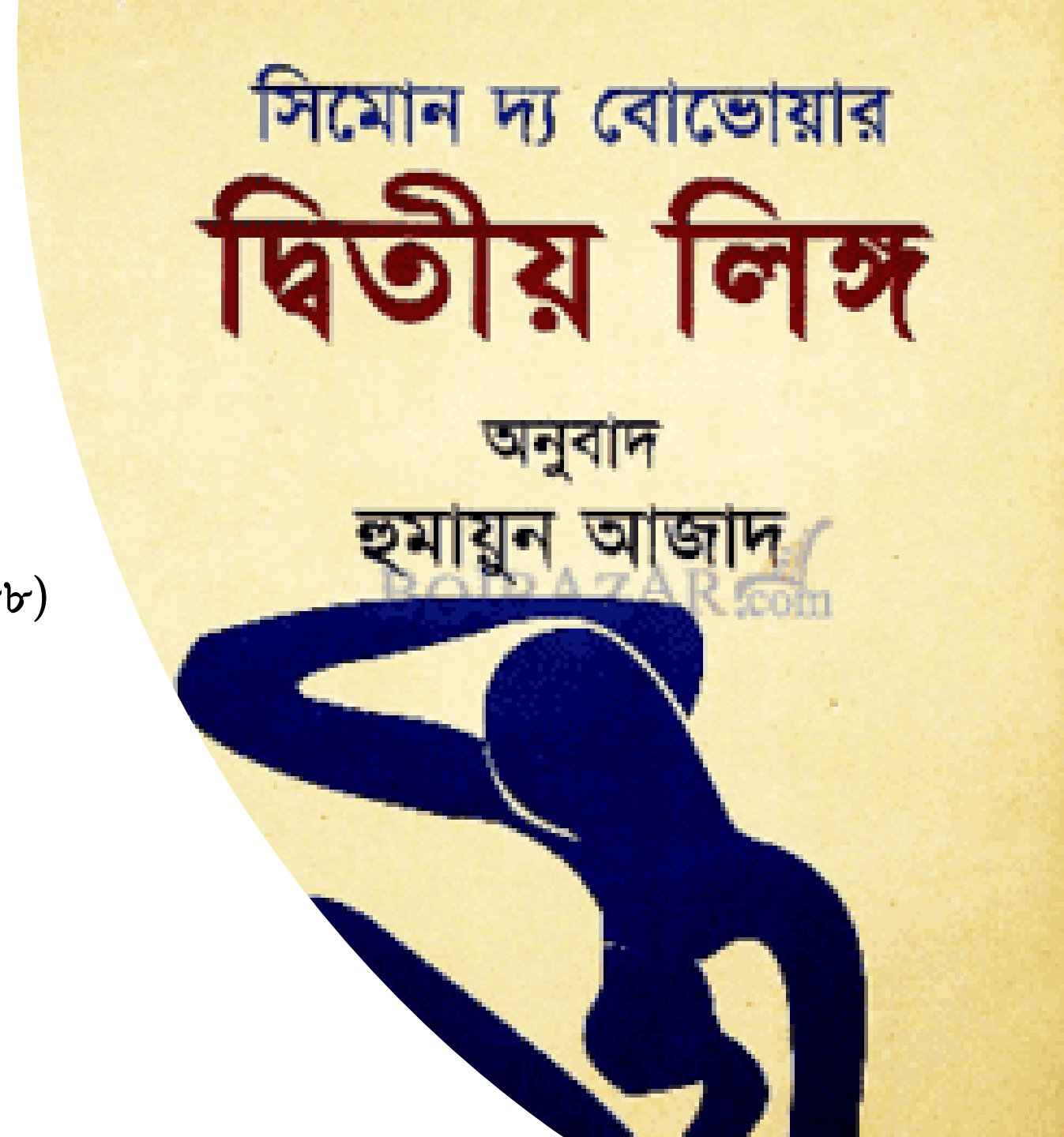

হুমায়ুন আজাদ

- ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক

  লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী (১৯৭৬),

- কত নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী (১৯৮৭)

- তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৮৮)।

- কিশোর সাহিত্য

  ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না (১৯৮৫) আব্বুকে মনে পড়ে (১৯৮৯)

  বুক পকেটে জোনাকি পোকা (১৯৯৩)

P2A

আহমদ ছফা

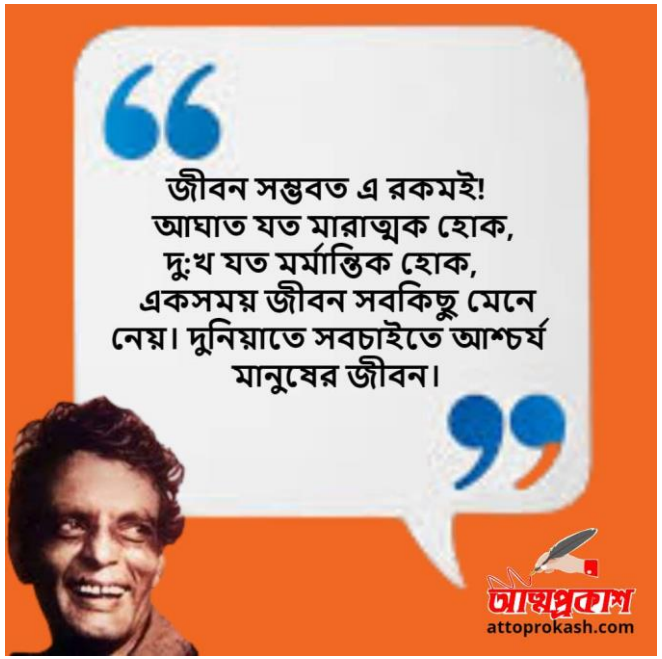
জীবন সম্ভবত এ রকমই!
আঘাত যত মারাত্মক হোক,
দু:খ যত মর্মান্তিক হোক,
একসময় জীবন সবকিছু মেনে
নেয়। দুনিয়াতে সবচাইতে আশ্চর্য
মানুষের জীবন।
আত্মপ্রকাশ
attoprokash.com

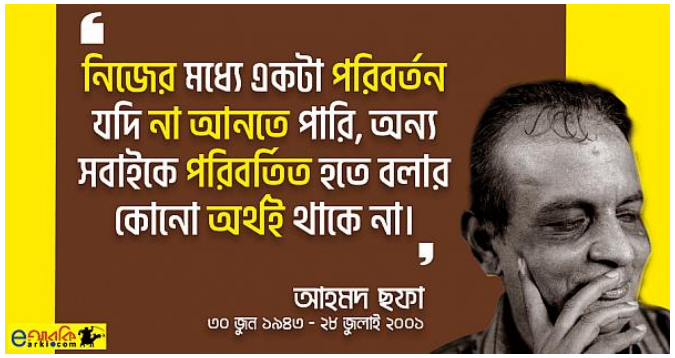
নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন
যদি না আনতে পারি, অন্য
সবাইকে পরিবর্তিত হতে বলার
কোনো অর্থই থাকে না।
আহমদ ছফা
৩০ জুন ১৯৪৩ - ২৮ জুলাই ২০০১

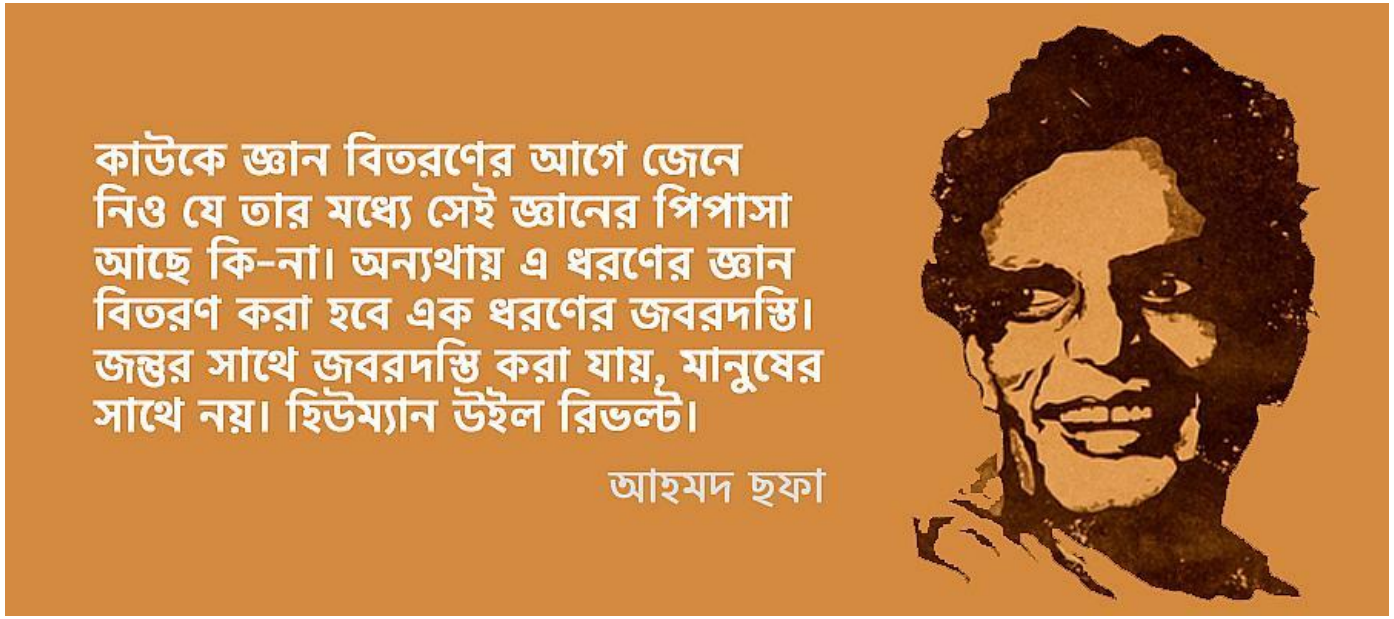
কাউকে জ্ঞান বিতরণের আগে জেনে
নিও যে তার মধ্যে সেই জ্ঞানের পিপাসা
আছে কি-না। অন্যথায় এ ধরণের জ্ঞান
বিতরণ করা হবে এক ধরণের জবরদস্তি।
জন্তুর সাথে জবরদস্তি করা যায়, মানুষের
সাথে নয়। হিউম্যান উইল রিভল্ট।
আহমদ ছফা

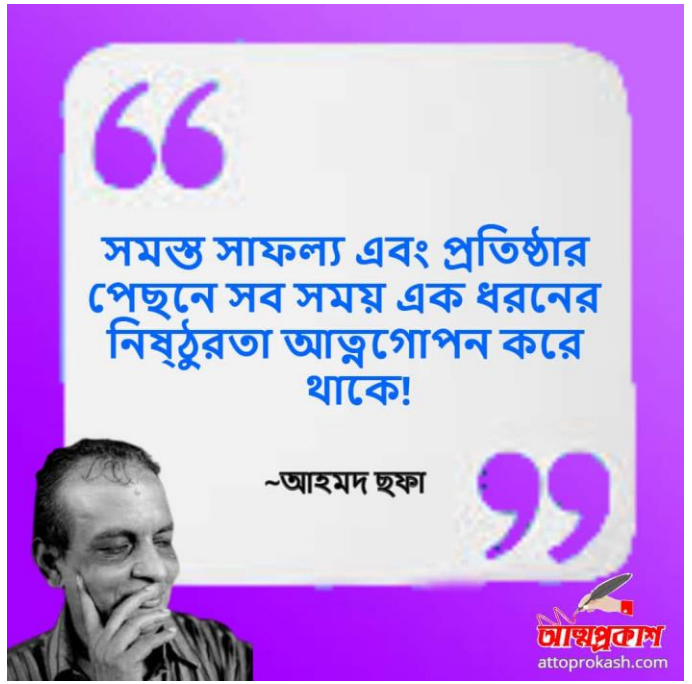
সমস্ত সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠার
পেছনে সব সময় এক ধরনের
নিষ্ঠুরতা আত্নগোপন করে
থাকে!
~আহমদ ছফা
আত্মপ্রকাশ
attoprokash.com

আহমদ ছফা

আহমদ ছফা ৩০ জুন, ১৯৪৩ সালে **চট্টগ্রামের চন্দনাইশ** উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আহমদ ছফা

ছিলেন একজন বাংলাদেশি লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, চিন্তাবিদ ও গণবুদ্ধিজীবী।

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ও সলিমুল্লা খান সহ আরো অনেকের মতে, মীর মশাররফ হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলামের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি মুসলমান লেখক হলেন আহমদ ছফা।

তার লেখায় বাংলাদেশি জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণ প্রাধান্য পেয়েছে।

আহমদ ছফা

জীবদ্দশায় অনেকে তাকে বিদ্রোহী, বোহেমিয়ান, উদ্ধত, প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও বিতর্কপ্রবণ বলে অভিহিত করেছেন।

লেখক সংগ্রাম শিবির

- তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে **'লেখক সংগ্রাম শিবির'** গঠন করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা **'প্রতিরোধ'** প্রকাশ করেন।

P2A

প্রতিরোধ

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা 'প্রতিরোধ'।
- যার প্রকাশক, সম্পাদক, প্রচারক ছিলেন **আহমদ ছফা**।

ছফার উপন্যাস

- 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭): এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস।

- 'ওঙ্কার' (১৯৭৫): এটি ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে লেখা। এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে একজন কথকের উক্তিতে। নায়কই কথক। নায়কের বাবার সংকটকালে ধূর্ত মোক্তার আবু নসরের কূটচক্রে তার বোবা মেয়েকে বিয়ে করতে হয়। আবু নসর মোক্তারের চক্রান্তে নায়কের বাবার ভিটেমাটি হাতছাড়া হয়েছিল। আবু নসর মোক্তারে সঙ্গে আইয়ুব খানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ফলে যেকোন রকম অনাচার করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এই বোবা মেয়ের পরিবর্তনকে বাঙালি জাতিসত্তার পরিবর্তনের রূপক মনে করা হয়েছে। **বোবা মেয়ের ধ্বনিহীন জীবন যেন আইয়ুবের স্বৈরশাসনের নিস্তব্ধ বাংলাদেশের প্রতীক।**

P2A

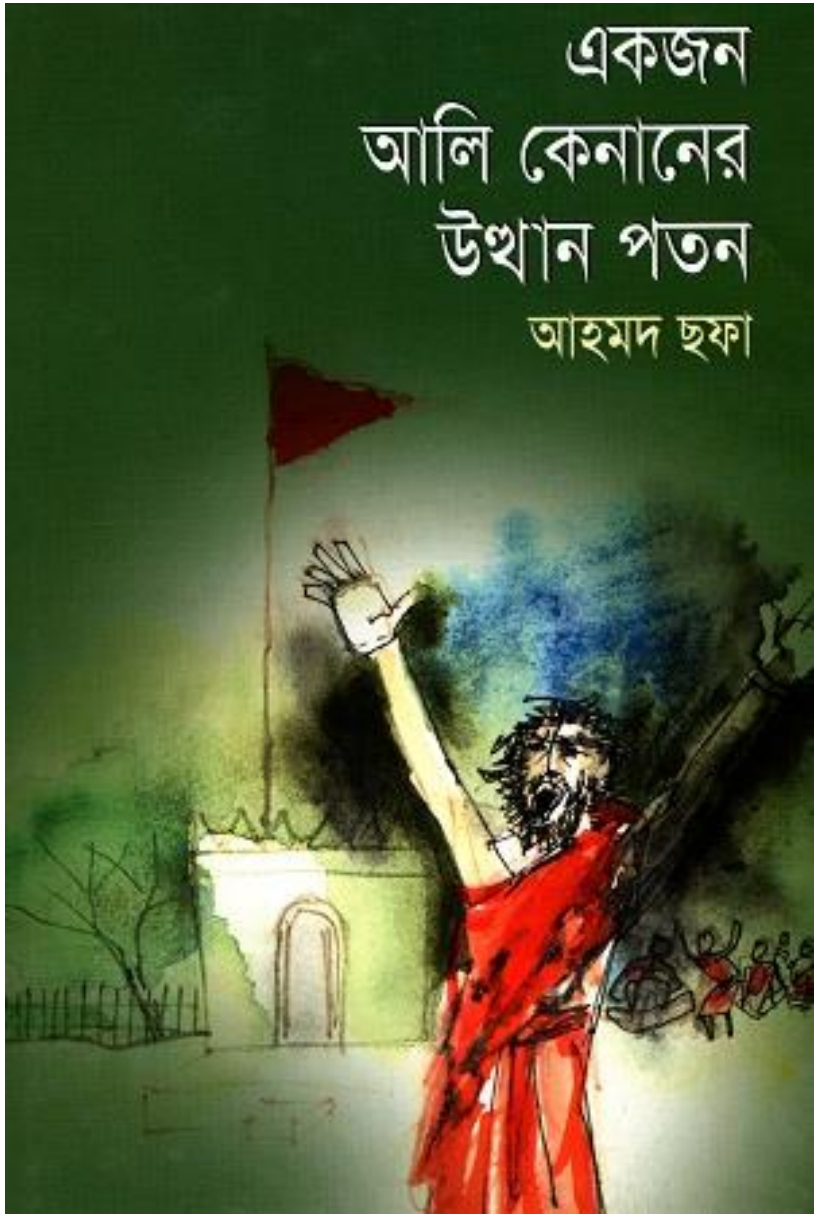

ছফার উপন্যাস

'একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন' (১৯৮৮): আইয়ুব খান থেকে শুরু করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত।

P2A

ছফার উপন্যাস

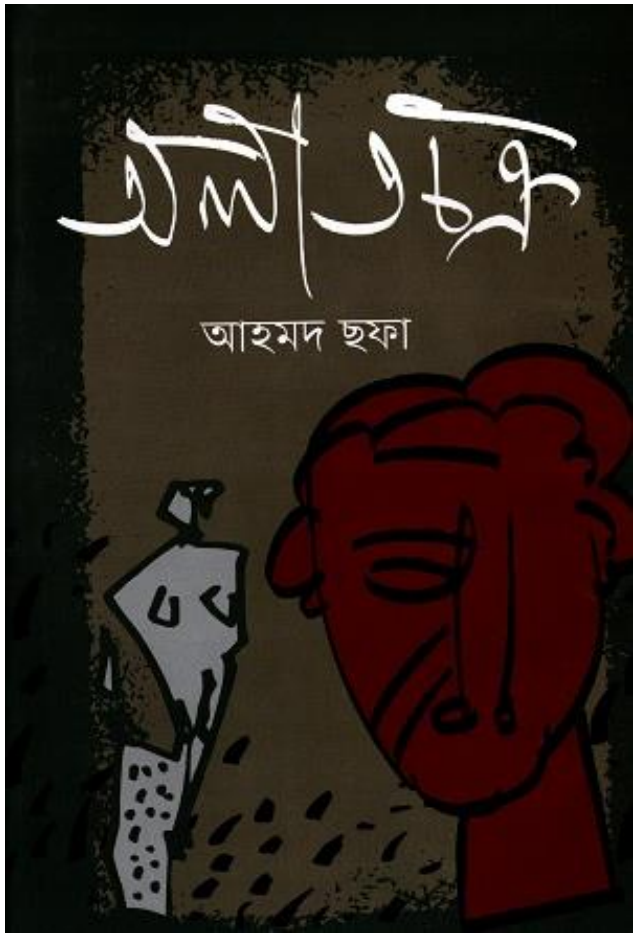

- 'অলাতচক্র' (১৯৯৩): মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতপ্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে লেখা

- উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে অভিবাসী বাঙালিদের নিয়ে রচিত। প্রেমের কাহিনী হলেও এতে ধ্বনিত হয়েছে উদ্বাস্তু বাঙালিদের দৈন্যদশা। প্রেমের কাহিনী হলেও এতে প্রকাশ পেয়েছে উদ্বাস্তু বাঙালিদের দৈন্যদশা । [অলাতচক্র অর্থ বহ্নিবলয়, অগ্নিগোলক]

P2A

ছফার উপন্যাস

‘গাভী বিত্তান্ত’ (১৯৯৫): এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের প্রেক্ষাপটে রচিত ব্যাঙ্গাত্মক রচনা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত ভিসি মিঞা মোহাম্মদ আবু জোনায়েদ (প্রতীকী চরিত্র)।

P2A

মরণ বিলাস (১৯৮৯)

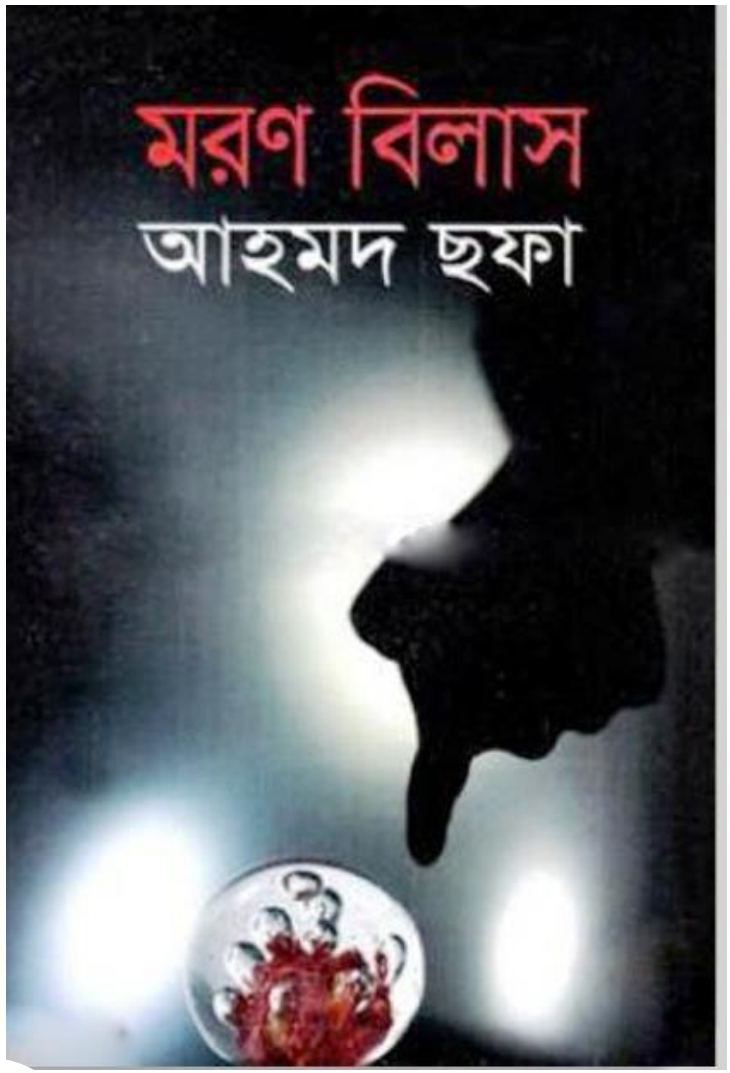

- একজন মুমূর্ষু রাজনীতিকের স্বীকারোক্তি যাতে ব্যক্ত হয় তার উপরে উঠার কাহিনী। রাত ১২ টা ১৩ মিনিট থেকে ভোর রাত পর্যন্ত সাগরেদ মাওলা বক্সের কাছে মন্ত্রীর করুণ আর্তি প্রকাশিত হয়।
- মরণ বিলাস" উপন্যাসটি পুরটাই মূলত মন্ত্রী ফজলে ইলাহি ও মওলা বক্সের মধ্যে কথোপকথন। আর, সেই কথোপকথনে মূল বক্তা শয্যাশায়ী মন্ত্রী আর একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা এবং নিজের চেহারা নিজের ভেতরে গুম করে ফেলতে সক্ষম মওলা বক্স। কথোপকথনের চরিত্র মন্ত্রী ও মওলা বক্স উভয়েই স্বার্থান্বেষী।
- শুধু পার্থক্যটা এইখানে যে মন্ত্রী তার সারাজীবন স্বার্থান্বেষী হয়ে পার করে শেষ সময়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় আরেকজন ঊর্ধ্বগামী স্বার্থান্বেষী মওলা বক্সের সাথে তাঁর জীবনের সকল অপকর্মের কথা ব্যক্ত করছে।
- সেখানে মওলা বক্স নিজে আরেকজন স্বার্থান্বেষী হলেও সে যখন মন্ত্রী ফজলে ইলাহির ভয়ানক পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনছে; তখন বার বার নিজের মনজগতের গভীরে একবার, আড়ালে একবার, উঠোনে একবার তো কখনও বাইরেই প্রকাশ পাচ্ছে মন্ত্রির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা।

P2A

ছফার উপন্যাস

‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' (১৯৯৬): উপন্যাসটি ‘প্রাণপূর্ণিমার চান' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় **‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী’**।

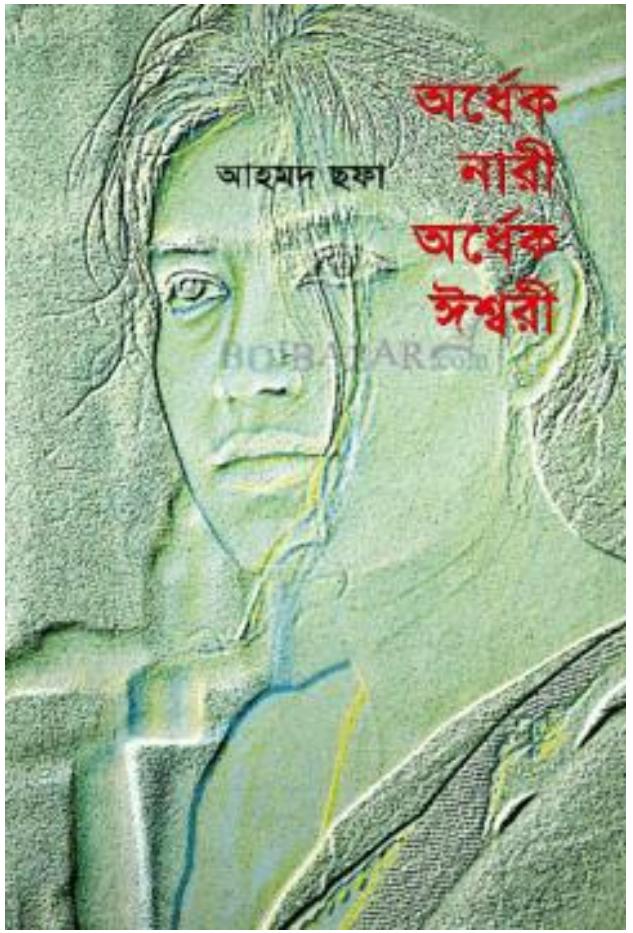

‘পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' (১৯৯৬)

P2A

ছফার প্রবন্ধ

জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১)। [স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থ]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা (১৯৭৭)

বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১)

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য (১৯৮৯)

রাজনীতির লেখা (১৯৯৩)

যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৭)। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক প্রসঙ্গে রচিত।

শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭)

P2A

বাঙালি মুসলমানের মন

- আহমদ ছফা তার বিখ্যাত 'বাঙালি মুসলমানের মন' (১৯৭৬) প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের হাজার বছরের বিবর্তন বিশ্লেষণপূর্বক তাদের পশ্চাদগামিতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন।
- আনিসুজ্জামান ও সলিমুল্লাহ খানসহ আরো অনেকে ছফার বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১) প্রবন্ধসংকলনটিকে বাংলা ভাষায় রচিত গত শতাব্দীর 'সেরা দশ চিন্তার বইয়ের' একটি বলে মনে করেন।

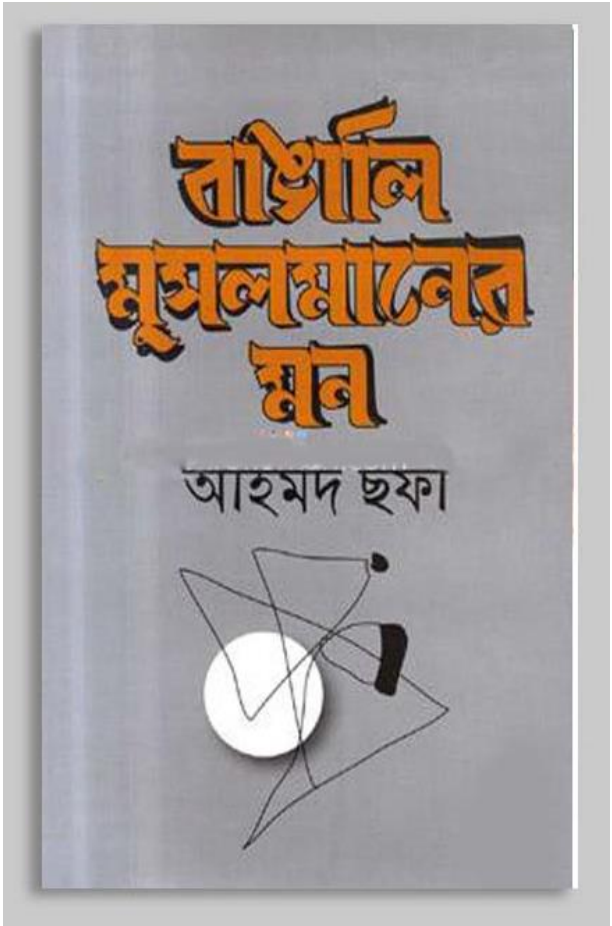

P2A

আহমদ শরীফ

- আহমদ শরীফ ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯)

যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪)

বিচিত্র চিন্তা (১৯৮৬)

বিশ শতকের বাঙালী (১৯৯৮)

আহমদ শরীফ সম্পাদিত গ্রন্থ

১) বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান

২) লাইলী মজনু (১৯৫৭)

৩) মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা (১৯৬১)

৪) মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১)

৫) মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (১৯৬২)

৬) বাউলতত্ত্ব

৭) রসুল বিজয় (১৯৬৪)

৮) কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত চন্দ্রাবতী (১৯৬৭)

৯) আলাওল রচিত : সিকান্দার নামা

১০) সৈয়দ সুলতান বিরচিত : নবীবংশ

১১) সৈয়দ সুলতান বিরচিত : রসুল চরিত

১২) একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় ।

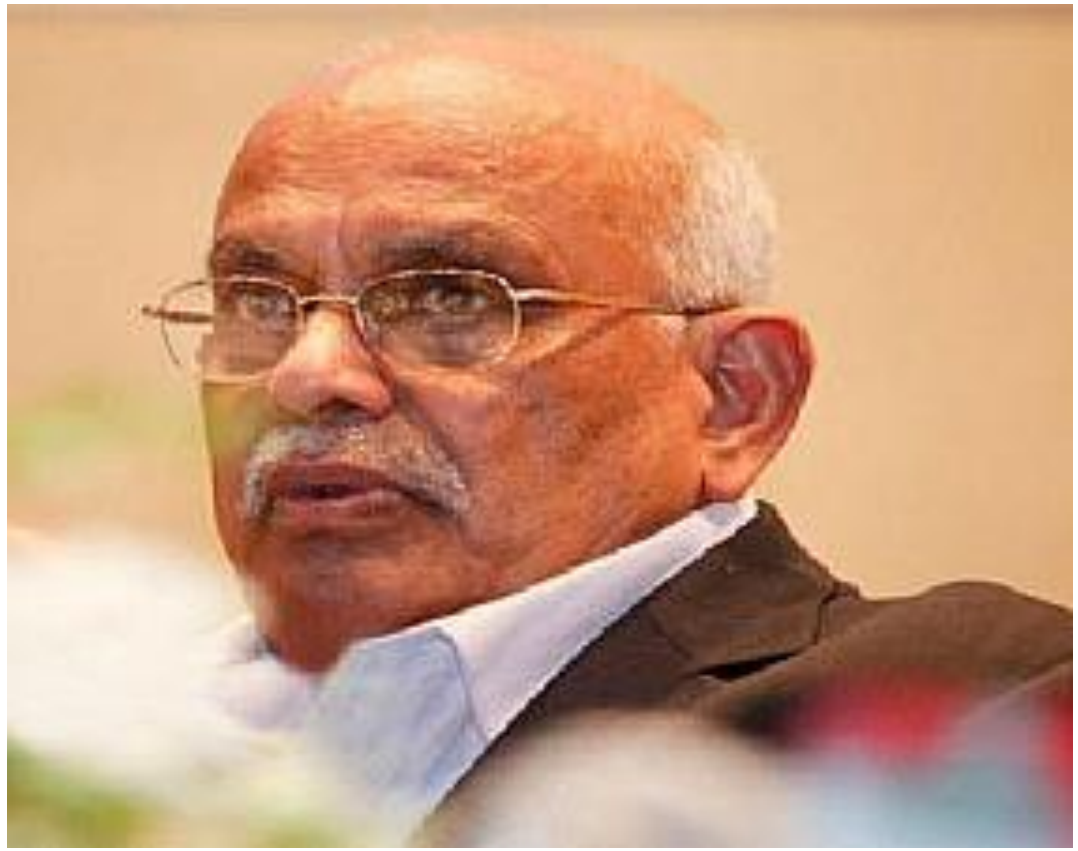

আবদুল গাফফার চৌধুরী

জন্ম : ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪; উলানিয়া, বরিশাল

মৃত্যু: ১৯মে, ২০২২

পলাশী থেকে ধানমণ্ডি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের ওপর গাফফার চৌধুরী একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, 'পলাশী থেকে ধানমণ্ডি'।

- বঙ্গবন্ধুর ওপরেই আরেকটি চলচ্চিত্র, 'দ্য পোয়েট অব পলিটিকস' প্রযোজনা করছেন তিনি। এছাড়া তিনি প্রায় ৩৫টি বই লিখেছেন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী (উপন্যাস)

১) চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০ প্রথম উপন্যাস)

২) নাম না জানা ভোর (১৯৬২)

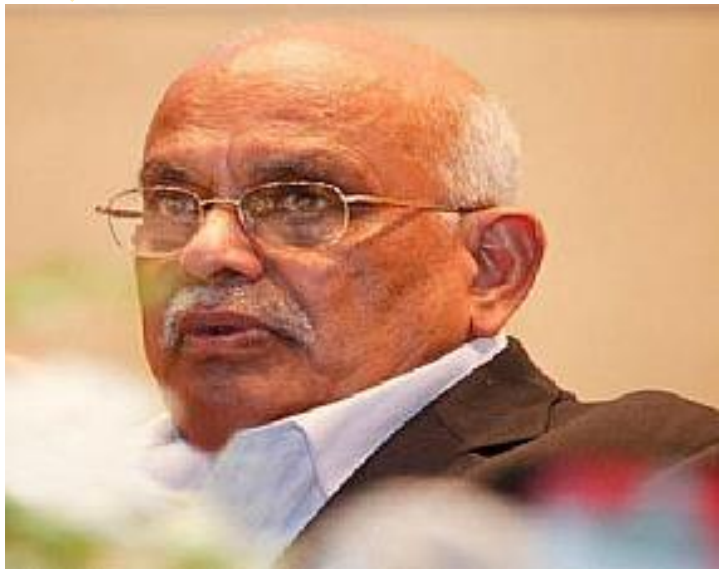

আবদুল গাফফার চৌধুরী

(গল্পগ্রন্থ)

১) কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯,প্রথম)

২) সম্রাটের ছবি (১৯৫৯)

৩) সুন্দর হে সুন্দর

আবদুল গাফফার চৌধুরী

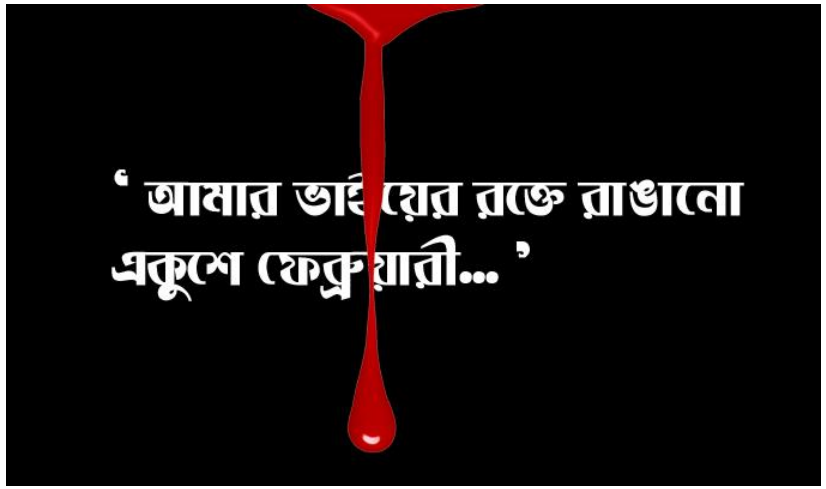

- অমর কীর্তি : “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” গানটি।
- এর প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ,
- বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ ।

আবদুল গাফফার চৌধুরী (সম্পাদিত গ্রন্থ)

- বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২)
- অন্যান্য গ্রন্থ : ইতিহাসের রক্ত পলাশঃ পনেরই আগস্ট;
- বাঙ্গালির অসমাপ্ত যুদ্ধ,
- বঙ্গবন্ধু: মধ্যরাতের সূর্যতাপস

আবদুল মান্নান সৈয়দ

৩ আগস্ট ১৯৪৩; চব্বিশ পরগনা, ভারত

মৃত্যু - ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০।

ছদ্মনাম : অশোক সৈয়দ ✓

পরাবাস্তব কবি হিসেবে পরিচিত

আবদুল মান্নান সৈয়দ: প্রবন্ধগ্রন্থ

১) শুদ্ধতম কবি (১৯৭০)

২) করতলে মহাদেশ

আবদুল মান্নান সৈয়দ: উপন্যাস

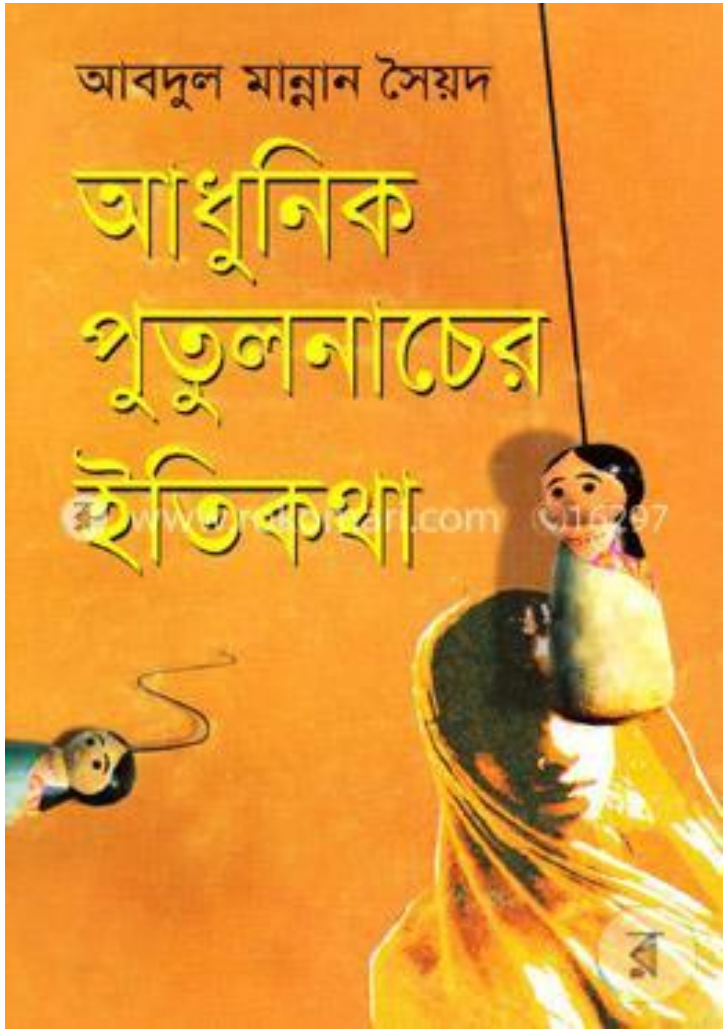

পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী (১৯৭৪)

ক্ষুধা প্রেম আগুন পোড়ামাটির কাজ

অ-তে অজগর

শ্রাবস্তীর দিনরাত্রি

আধুনিক পুতুলনাচের ইতিকথা

নাটক : কবি ও অন্যেরা ।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ছোটগল্পগ্রন্থ : ১) সত্যের মতো বদমাশ ২) নেকড়ে হায়না ৩) মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা

সত্যের মতো বদমাশ

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্পগ্রন্থ **'সত্যের মতো বদমাশ'** (১৯৬৮)। এই গল্প গ্রন্থের একটি বহুল আলোচিত গল্প **'সত্যের মতো বদমাশ'**। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র **নিষিদ্ধ গল্পগ্রন্থ**। অশ্লীতার অভিযোগে তৎকালীন সরকার কর্তৃক এ গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সে **নিষেধাজ্ঞা অবমুক্ত হয়।**

ছোটগল্প **'সত্যের মতো বদমাশ'** গল্পে **কিশোরটি মায়ের সঙ্গে মেলায় গেছে**, সেখানে সে যা দেখে তাই তাকে প্রলুব্ধ করে, একসময় তার মা ওই মেলায় **হারিয়ে যায়**, কিন্তু কীভাবে হারালো সে বোঝে না, সমাজে কতো মানুষের বাস, তার ভেতর থেকে ভালো-মন্দ বিচার করা কঠিন, যারা তাকে জোরজবরদস্তি নাগরদোলায় তুলে নিতে চেয়েছিলো তারাই তাহলে মাকে ছিনতাই করে, নাকি অন্য কেউ বা অন্য কোনো বদলোকের দল, মানুষ শয়তান, কারণ মানুষই বনের টিয়াকে কথা শেখায়, **মানুষই বদমাশ** কারণ তার ভেতর স্বার্থপরতার যে আগুন দাউ-দাউ প্রজ্বলিত হয়, তার মধ্যে খারাপের ইঙ্গিতই বেশি।

সমাজের ভেতরের অনেক অসংগতি মান্নান সৈয়দ **পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ** দিয়ে তার গল্পকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে নিয়েছেন, মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ আছে আবার এই মানুষই সুন্দরের পূজারি। কিশোরকে ওরা চারজন বদমাশ কবরে যাবার খাটিয়ার চারটি পায়ার মতো বয়ে নিয়ে যায়, কারণ এই চারজন শয়তান কিশোরের মাকে পায়নি ভোগের জন্য হয়তো তাই **কিশোরটিকে নিয়ে তার কামচরিতার্থ করবে**। মানুষ এভাবেই হারিয়ে যায় সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে, কিন্তু এসব পাপাচার যারা অহরহ করে তাদের টিকির দেখা মেলে না, সমাজ তাদের চেনে কি চেনে না সেটা হয়তো ভুলে যায় কিন্তু মানুষের স্বরূপ এভাবেই উন্মোচিত হয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

অন্যান্যগ্রন্থ: ১) নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা

২) জীবনানন্দ দাশ ৩) জীবনানন্দ ৪) জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি ৪) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প ৬) নজরুল জীবনী ।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

- জন্ম: ১৯০৩, নোয়াখালী

- বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির আন্দোলন হিসেবে পরিচিত **‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’**-এ কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের সহযোগী ছিলেন। **ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন**

মোতাহের হোসেন চৌধুরী: **গ্রন্থ**

সংস্কৃতি কথা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

উক্তি

১) রুচিবান লোক দশের একজন নয়, দশ পেরিয়ে একাদশ ।

২) ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম ।

প্রমথ চৌধুরী

- প্রমথ চৌধুরী ৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে পিতার কর্মস্থল যশোরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে।
- ছদ্মনাম: বীরবল,নীললোহিত
- তিনি মূলত প্রাবন্ধিক।

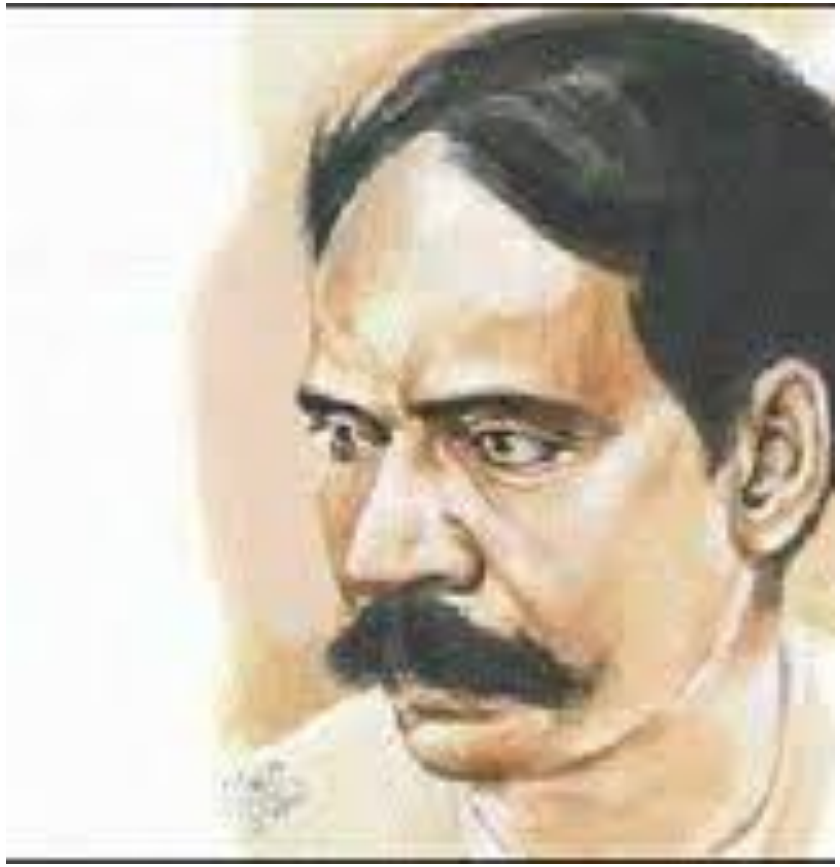

প্রমথ চৌধুরী

- তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং **বাংলা গদ্যে চলিত ভাষারীতির প্রবর্তক।**
- তিনি বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন।
- রবীন্দ্রনাথের কথ্য ভাষায় লেখা উপন্যাস শেষের কবিতা 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হলে তার চলিত ভাষার আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বীরবলের হালখাতা

- তার প্রথম প্রবন্ধ ‘জয়দেব’ প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় ১৮৯৩ সালে।
- তাঁর চলিত রীতির প্রথম গদ্য রচনা ‘বীরবলের হালখাতা’ ভারতী পত্রিকায় ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ-গ্রন্থ

তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬

বীরবলের হালখাতা (১৯১৬) তার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। এতে

মোট ত্রিশটি প্রবন্ধ রয়েছে।

রায়তের কথা (১৯২৬)

প্রবন্ধ সংগ্রহ

গল্পগ্রন্থ

চার ইয়ারী কথা (১৯১৬)

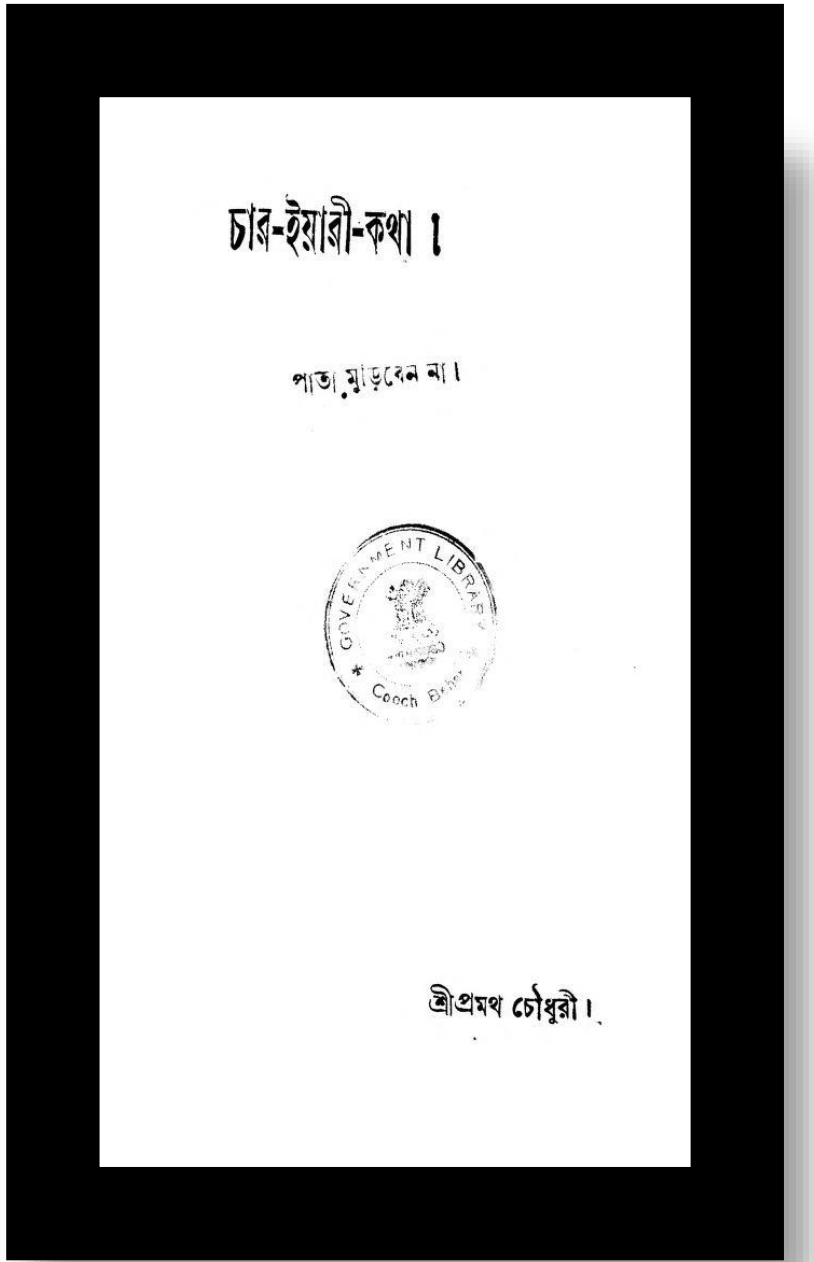

বিখ্যাত উক্তি: প্রমথ চৌধুরী

- সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
- ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। (প্রবন্ধ সংগ্রহ)
- সাহিত্য জাতির দর্পন স্বরূপ।
- মনোজগতে বাতি জ্বালানোর জন্যে সাহিত্যচর্চার বিশেষ প্রয়োজন ।
- জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারদিক ছড়াইয়া পড়িবে।
- ইহা সত্যকে সুন্দর করে নাই, মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইয়াছে।
- যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়।
- মন উচুঁতে উঠতে চায় নীচুতেও নামতে চায় ।

জাহানারা ইমাম

জন্ম : ৩ মে ১৯২৯, সুন্দরপুর,

মুর্শিদাবাদ । মৃত্যু : ২৬ জুন ১৯৯৪

তিনি শহিদ জননী নামে পরিচিত ।

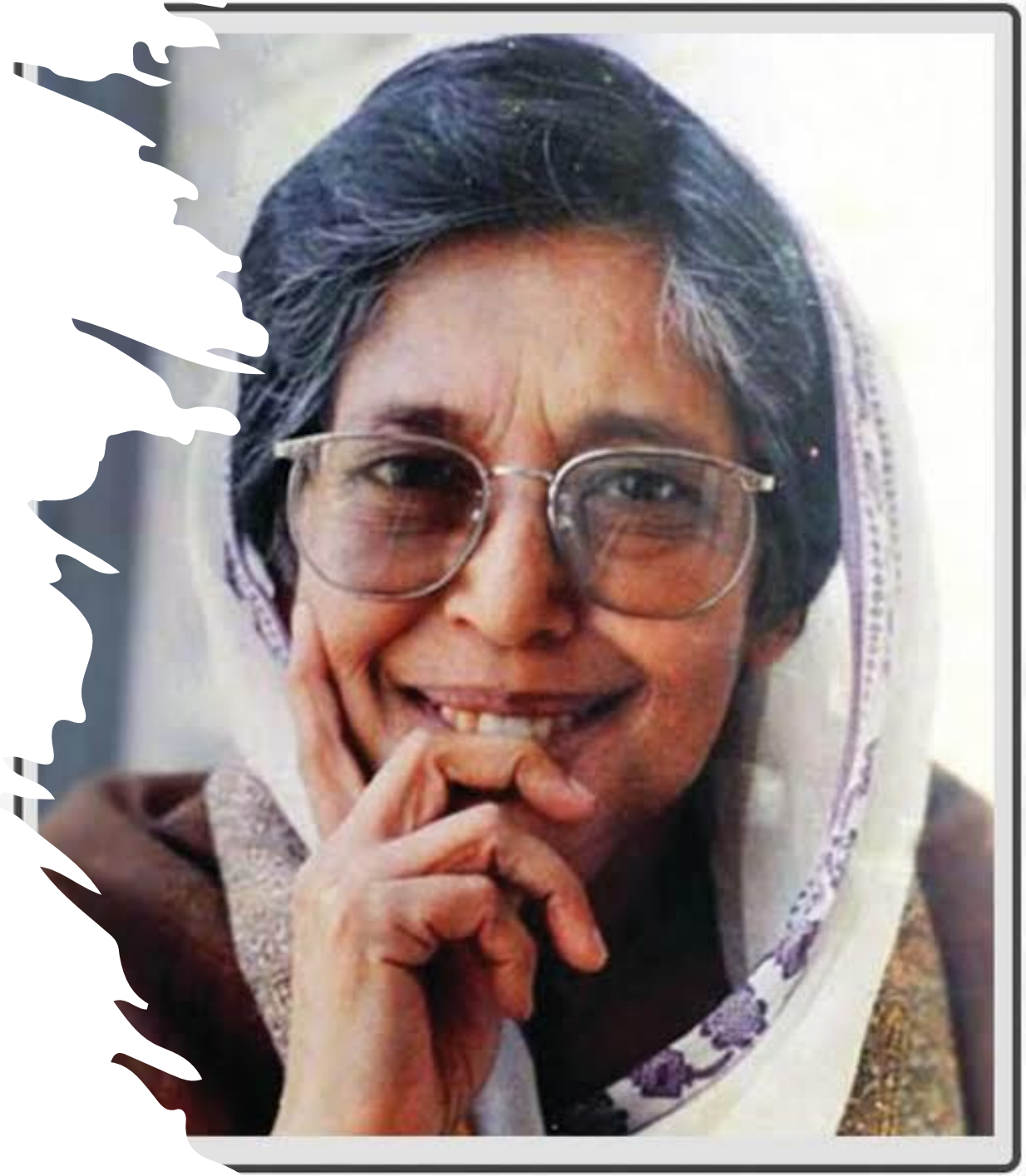

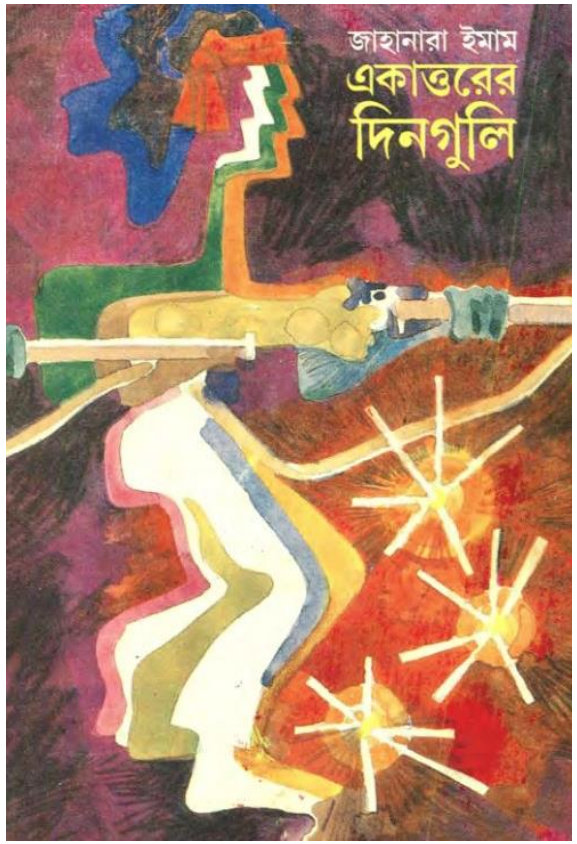

জাহানারা ইমাম

- মুক্তিযুদ্ধের উপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ : ‘একাত্তরের দিনগুলি’ (১৯৮৬)
- বইটি ব্যক্তিগত দিনলিপি আকারে লেখা, যার শুরু ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এবং সমাপ্তি সেই বছরের ১৭ ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা শহরের অবস্থা ও গেরিলা তৎপরতার বাস্তব চিত্র এতে উঠে এসেছে। বইটিতে তার সন্তান শফি ইমাম রুমী অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখা দেয় এবং তার মৃত্যুর জন্য জাহানারা ইমাম শহীদ জননী উপাধি পান।
- জাহানার'র বইয়ে তার পুত্র রুমি একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে প্রকৌশলী ডিগ্রি লাভের জন্য বিদেশ যাবার পরিকল্পনা করছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং সে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। যুদ্ধের সময়, তার ছেলেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা ধরে নিয়ে যায় এবং সে আর ফিরে আসেনি।

জাহানারা ইমাম

অন্যান্য গ্রন্থ : 'বীরশ্রেষ্ঠ (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক), জীবন মৃত্যু, অন্যজীবন, নিঃসঙ্গ পাইন, প্রবাসের দিনগুলি, দুই মেরু, ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস ।

শিশু সাহিত্য : গজ কচ্ছপ, সাতটি তারার ঝিকিমিকি, বিদায় দে মা ঘুরে আসি ।

সেলিম আল দীন

- জন্ম : ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৯, ফেনীর সোনাগাজী ।
  মৃত্যু : ১৪ জানুয়ারি, ২০০৮।
- নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের সমাধি : জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ।
- প্রকৃতনাম : মঈনউদ্দিন আহমদ ।

সেলিম আল দীন

তিনি তাঁর সৃষ্টিকে / শিল্প চিন্তাকে : কথানাট্য নাম দিয়েছেন ।

তাঁর বিশিষ্টতা : নাটকে লোকজ উপাদানের সঙ্গে পুরাণের সমন্বয় সাধন ।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও তিনি মিলে- 'গ্রাম থিয়েটার' (১৯৮১-১৯৮২) প্রতিষ্ঠা করেন ।

* তিনি 'একাত্তরের যীশু' চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনা করেন : ১৯৯৪ সালে।

সেলিম আল দীনের নাটক

১. মুনতাসীর ফ্যান্টাসী ২. কেরামতমঙ্গল ৩. চাকা

৪. কীত্তনখোলা ৫. চরকাঁকড়ার ডকুমেন্টারি ৬. যৈবতী কন্যার মন

৭. এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা ৮. জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন

৯. বনপাংশুল ১০. হাতহদাই

টিভিতে প্রচারিত প্রথম নাটক : **'লিব্রিয়াম'** (১৯৭০) এর পরিবর্তিত নাম **'ঘুম নেই'** ।

- কিত্তনখোলা (১৯৮৬) নিয়ে আবু সাইয়িদ ২০০০ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ।
- চাকা (১৯৯১) কথানাট্য নিয়ে মোরশেদুল ইসলাম ১৯৯৪ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

P2A

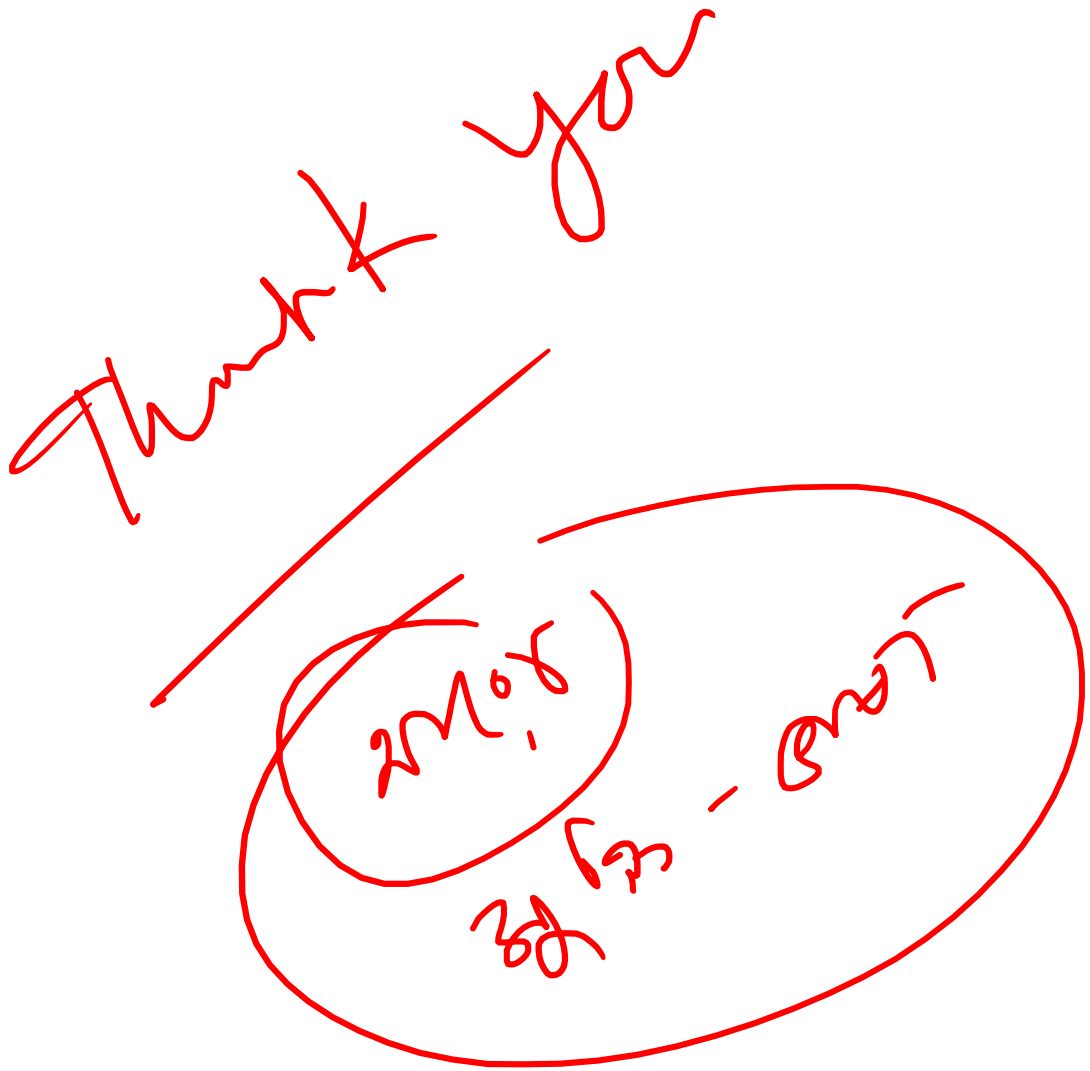
Thank you